স্বর্গোদ্ধার নাটক।

শ্রীমহীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮৭ সাল।
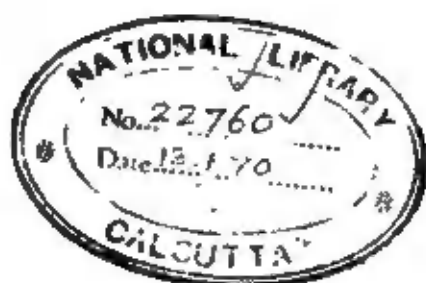
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	স্ত্রী।
ব্রহ্মা।	উমা।
বিষ্ণু।	জয়া।
শিব।	শচী।
আপ্যদেব।	ঐন্দ্রিলা।
ইন্দ্র।	উর্ব্বশী
জয়ন্ত।	রম্ভা।
অগ্নি।	রতি।
বরুণ।	ইন্দুবালা...রুদ্রপীড়ের স্ত্রী।
দধীচি ... ... ঋষি।	সুচেতা...ইন্দুবালার সখী।
সনৎকুমার ... দধীচির শিষ্য।	সুমেধা ঐ ঐ
বৃত্রাসুর।	
রুদ্রপীড়।	
মন্ত্রী।	
মহাকাল।	
কালকেতু।	

অন্যান্য দেবগণ, নন্দী, যোগী, অন্যান্য অসুরগণ, দূত, প্রতিহারি ইত্যাদি।

THIS WORK

IS

MOST RESPECTFULLY AND HUMBLY

DEDICATED

TO

Coomar Inder Chunder Singh Bahadur

BY HIS MOST OBEDIENT AND HUMBLE SERVANT

MOHINDRO NATH BANERJEE

PAIKPARAH.

স্বর্গোদ্ধার নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মা আসীন, পার্শ্বে ইন্দ্র বরুণ ও অগ্নি
উপবিষ্ট।

ইন্দ্র। (করযোড়ে) ভগবন! আর ত দুঃখ সহ্য হয় না, আর ত স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্ত হবার উপায় দেখছিনে। হে কমলাসন! যে উপায়ে দুর্বৃত্ত দৈত্যগণকে সংহার করে স্বর্গ পুনঃপ্রাপ্ত হই, অনুগ্রহ করে তা নির্দ্দেশ করুন।

ব্রহ্মা। দেবরাজ! অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন করে কার সাধ্য? নিয়তির ব্যতিক্রম নাই।

ইন্দ্র। ভগবন! আপনি যখন এরূপ আজ্ঞা কচ্চেন তখন আর উপায় কি? কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে যে দেবগণের প্রতাপে

দানবগণ॰ সদা সশঙ্কিত, সেই দেবগণ কিনা দানবভয়ে পাতালের অন্ধতম আগারে অবস্থিতি কচ্চে? অথবা স্ব স্ব জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রচ্ছন্ন করে নানা স্থানে গুপ্ত ভাবে পরিভ্রমণ কচ্চে? যে সহধর্ম্মিণী দেবলোকের পূর্ণ সুধাকর স্বরূপ ছিলেন, সেই বাসব রমণী শচী কিনা এখন দুরাচারদের ভয়ে অবনীতলে নৈমিষারণ্যে সজল নেত্রে দিবা নিশি বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হয়ে রয়েছেন? দেখুন, যে অগ্নির তেজে পলকে ত্রিজগৎ ভস্ম হ'ত, সেই অগ্নি কিনা এখন অঙ্গারের কালিমা ধারণ করেছেন? যে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিভুবন লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ভাস্কর কিনা এখন ঐ দৈত্যগণের প্রতাপে নিষ্প্রভ? হে কমলযোনি! গললগ্নিকৃতবাসে এই নিবেদন যাতে আমাদের পরম শত্রু দুর্বৃত্তগণ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয় সে উপায় উদ্ভাবন করুন।

ব্রহ্মা। তাইত! একি! অসুর কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত, স্বর্গচ্যুত, আর ভয়ে নানা স্থানে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত? দেবদ্বেষী দানবদের প্রতাপে দেবতাদের জ্যোতির্ম্ময় দেহ জ্যোতিহীন, বদন মলিন, মহা মূর্চ্ছাযাতনায় প্রপীড়িত? হায় কি বিড়ম্বনা! কি মনস্তাপ!

বরুণ। হায়! পবিত্র স্বর্গ কলঙ্কিত হ'ল? দেবগণের যে অসুর মর্দ্দন নাম তাকি এত দিনে অবসান হ'ল? তাপসগণ যে দেবগণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন, সেই দেবগণকে কিনা দুরাচার অসুরগণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ কত্তে হ'ল? হে কমলযোনি! নিরন্তর

পাষাণ হৃদয়ে কি দয়ার লেশমাত্র নাই? হে দেবগণ! আর কত কাল অসুরগণের প্রতাপে প্রতাপহীন হ'য়ে থাক্‌বে? আর কত কাল ত্রিজগতের হাস্যাস্পদ হ'য়ে থাক্‌বে? ধিক্ অমর নামে যদি অমরত্ব লাভ করে অসুরদের দাস হ'য়ে থাক্‌তে হয়? ধিক্ অমর নামে যদি মরণশীল দৈত্যগণের জয়ধ্বনি শ্রবণ কুহর বধির করে? ধিক্ দৈব তেজ,—ধিক্ দৈব অস্ত্র,—ধিক্ দৈব বিক্রম।

ইন্দ্র। আর না,—দেবগণ! আর বৃথা আক্ষেপ কর না, আর বৃথা সময় নষ্ট কর না। স্বকীয় জ্যোতিঃ পুনর্গ্রহণ কর, মনকে উত্তেজিত কর, অস্ত্র ধারণ কর, স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হও, দেবাস্ত্র দ্বারা অসুরগণের বক্ষ বিদারণ কর, অসুরদের রক্তে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিভুবন ধৌত কর, সকলে এক প্রাণ হয়ে পবিত্র স্বর্গ উদ্ধার কর। অদৃষ্ট যাদের অস্থির, আর যারা মৃত্যুর অধীন, তাদের এত বড় স্পর্দ্ধা পবিত্র স্বর্গধাম অধিকার করে? দেবগণের তেজ হরণ করে? যে নন্দন কাননে গভীর শান্তি নিত্য বিরাজ করত, সেই অতুল উদ্যান কি না দেববন্দী দৈত্যগণের কোলাহলে পরিপূর্ণ? দুরাচারেরা কি মনে কচ্চে যে দেবতারা তাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে? আর কি সে শৃঙ্খল চূর্ণ হবে না? আর কি নন্দন কাননে সেই শান্তি বিরাজ করবে না? আর কি আমাদের জয় পতাকা ঐ দুরাচারগণের ছিন্ন দেহে স্থাপিত হবে না? আর কি ঐ পামরগণের অহঙ্কার চূর্ণ হবে না? হে পদ্মাসন! যে উপায়ে দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার-গণকে সংহার করে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়, অনুগ্রহ করে আমা-

দের অহিতেবে তাহা নির্দ্দেশ করুন। উপায় নাই, একথা মরণশীল জীবগণের, অমর দেবগণের নয়! দৈব চেষ্টায় অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে? আর দেবস্রষ্টা বিধাতার অনধিগম্য উপায়ই বা কি?

ব্রহ্মা। দেবগণ! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, অস্থির হইও না, শান্তমূর্ত্তি ধারণ কর। তোমরা কি মনে কচ্চ ঐ অচিরস্থায়ী অসুরগণ আর অধিক দিন স্বর্গভোগ করবে? কখনই না। তোমাদের দুঃখের অবসান হয়েছে, তোমরা সকলে সমবেত হয়ে দুর্থা মানস পুত্র সনৎ-কুমারের নিকট গমন কর। সনৎকুমার মহর্ষি দধিচীকে তোমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন কল্লে ঋষিরাজ দেবোদ্দেশে স্বদেহ পরিত্যাগ করবেন, তাঁরই পবিত্র অস্থিতে বিশ্বকর্ম্মা এক অমোঘ অস্ত্র নির্ম্মাণ করবেন। ইন্দ্র হস্তে ঐ অব্যর্থ অস্ত্র বজ্র আখ্যা ধারণ করবে, আর ঐ বজ্রের আঘাতে দানবরাজ বৃত্রাসুর জীবলীলা সম্বরণ করবে, আর বৃত্রাসুর নিধন হলে অপরাপর অসুরগণ তোমাদের অধীন হবে। তবে তোমরা সকলে সনৎকুমারের নিকট যাও, আর অপেক্ষা কর না।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা!

(সকলের ব্রহ্মাকে প্রণাম ও প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

সুরস্বতী নদীর তীর। মহর্ষি দধীচির আশ্রম।
দধীচি ধ্যানে উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে।

(নেপথ্যে) রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

হে শঙ্কর দিগম্বর, নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন।
ত্রিলোক কারক প্রলয় কারক, হে সুরারি নাশন॥
ভুজঙ্গ ভূষণ জটাধর, কৃতান্ত বঞ্চক হতস্মর,
বিভূতি ভূষিত কলেবর, হে বিপদ ভঞ্জন॥
বৃষোপরি আরোহণ, ত্রিশূল ডম্বুর ধারণ,
শশাঙ্ক ভালে শোভন, হে প্রলয় কারণ॥

সনৎকুমারের প্রবেশ ও দধীচিকে প্রণাম করিয়া
দণ্ডায়মান।

দধী। কে?

সন। ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম সেবক সনৎকুমার।

দধী। এস বৎসা, উপবেশন কর।

সন। যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

দধী। তপস্যার কুশল ত,—দৈহিক মঙ্গল ?

সন। গুরুদেব যার সহায়, তার আর অমঙ্গল কোথায় ?

দধী। সনৎকুমার! তোমার প্রতি আমার স্নেহ অবিচলিত ভাবে সংস্থিত আছে। একটি কথা বলি অসন্তুষ্ট হ'ও না। দেখ পাছে মায়াজালে জড়িত হই, সেই আশঙ্কায় আমি যৌবনদেশ উল্লঙ্ঘন করে দার পরিগ্রহে বিরত হলেম। কিন্তু দিন দিন তোমার প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মায়ার ন্যায় গাঢ়তর ভাব ধারণ কচ্চে। তবে তোমার প্রতি যে মায়া, সে মায়াতে আমার তপস্যার কোন ব্যাঘাত হচ্চেনা, বরং তোমার তপস্যা দেখে, আর আমার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি দেখে আমি যারপর নাই আনন্দ অনুভব কচ্চি।

সন। ভগবন্! এ দাসত তপস্যা আর ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানেনা।

দধী। বিশুদ্ধ রাগ রাগিণীতে সমস্ত স্তোত্র শিক্ষা হচ্চে ত ?

সন। আজ্ঞা হাঁ।

দধী। সনৎকুমার! আমার একটি বাসনা পূর্ণ করে আমি পরমাপ্যায়িত হই।

সন। গুরুদেব! এ দাস ত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে কখন পরাঙ্মুখ নয়, কিন্তু ওরূপে আজ্ঞা করে আমি বৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হই।

দেবী। বৎস! তোমার এই সকল গুণে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বশীভূত হয়েছি।

সন। গুরুদেব! এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

দেবী। বিশুদ্ধ বসন্ত রাগ আশ্রয় করে ত্রিজগজ্জননী করাল বদনী শিবানীর নাম গান কর, ঐ বীণা যন্ত্র গ্রহণ কর।

সন। যে আজ্ঞা। (বীণা গ্রহণ)

বসন্ত—চৌতাল।

করাল বদনী শিবে, রণ রঙ্গিনী, দিক বসনা,
শ্যাম বরনা শ্যামা, ত্রিজগত তারিনী॥
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, শিশু শশি ভালে,
শিব রূপ শিবোপরে অট্ট অট্ট হাসিনী॥
বাম করে অসি ধরে, অন্যে নর মুণ্ড,
দক্ষিণ কর দ্বয়ে, অভয় বর দায়িনী॥
কটি তটে নরকর, গলে মুণ্ডমালা,
লোলজিহ্বা সালঙ্কৃতা জয় শিবে শিবানী॥

দেবী। প্রাণাধিক সনৎকুমার! অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর, আমি মুক্তকণ্ঠে অঙ্গিকার কচ্চি যে তুমি যে বর প্রার্থনা করবে, আমি সেই বর দিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।

সন। (করুণ স্বরে) ভগবন্! কিছুদিন পূর্ব্বে যোগাপি আমাকে এরূপ আজ্ঞা কর্‌তেন, তা হলে অনায়াসে আমার মুক্তি লাভ হত; গুরুদেব! আপনি ত অন্তঃর্যামি। সম্প্রতি আমি যে বিপদে পড়েছি, আর যে জন্ত ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কর্ত্তে আমার এই পবিত্র আশ্রমে আসা, তা স্মৃতিপথে উদয় হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়।

ব্রহ্মা। সনৎকুমার! দুঃখ সম্বরণ কর, শান্ত হও। যাহা অদ্য আমার নিকট দেবগণের দুঃখ বিজ্ঞাপন,—যে উদ্দেশে তোমার নিকট দেবগণের গমন, আর যে কারণে আমার নিকট তোমার আগমন, —এখানে তোমার আগমনের পূর্ব্বেই আমি ধ্যানে সমস্ত জান্তে পেরেছি, কেবল মাত্র তোমার অপেক্ষায় ছিলেম।

সন। (সক্রন্দনে) ভগবন্! তবে কি আর আমি ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত কর্ত্তে পাব না? আর কি আমি গুরুদেব সম্ভাষনে রসনাকে অমৃত রসাভিষিক্ত কর্ত্তে পাবনা? আর কি আমি ভবদীয় শ্রীচরণামৃত পানে অন্তরাত্মাকে পবিত্র কর্ত্তে পাবনা? আর কি আমি ভবদীয় শ্রীমুখ হ'তে সস্নেহ সম্ভাষনে "বৎস" "প্রাণাধিক" "জীবন সর্ব্বস্ব সনৎকুমার" বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে শীতল কর্ত্তে পাব না? আর কি আমি ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করে আমার সর্ব্বাঙ্গকে বিশুদ্ধ সুখানুভব করাবনা? পরিশেষে আর কি আমার মুক্তিলাভ হবে না? গুরুদেব! তাত! বর প্রার্থনা কচ্চি, এই বর দিন যেন আপনার দেবগণের হিতসাধনের পূর্ব্বে সনৎকুমারের দেহ হ'তে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

ঋষী। বৎসে! আশ্বস্ত হও। স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখ দেখি যদ্যপি স্বর্গোদ্ধারের কার্য্য তোমা হতেই সম্পন্ন হত তা হলে কি তুমি আপনার প্রাণকে পবিত্র জ্ঞান করে এ অসার দেহ ত্যাগ করতে অসম্মত হতে না? না তোমার আত্মীয়গণের বিলাপে এ কার্য্য করণে ক্ষান্ত থাকতে? অতএব বৎস! আর আমাকে মায়াজালে জড়িত কর না। একণে এস, আমরা উভয়ে পবিত্র স্রোতস্বতী সরস্বতী গর্ভে অবগাহন করে পূত কলেবর হইগে। পরে তোমাকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করে আমি আপনার উদ্ধারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ। নন্দন কানন।

ঐন্দ্রিলা ও রতি আসীনা।

রতি। রাজমহিষি! আপনার চেয়ে কি আমি?

ঐন্দ্রি। দূর মড়া, তোর আর ঢং দেখে বাঁচিনে। তুই আবার আমার চেয়ে কম কিসে?

রতি। নই কেমন করে? আমার যিনি তিনি ত স্ত্রীজাতিকেই পোড়ান। কিন্তু আপনার যিনি তিনি ত আর আপনাকে ভিন্ন আমাদের পোড়ান না, তবে আমার চেয়ে আপনার কিসে কম হবে? আমার একটি, আপনার ত এখন দুটি, পরে কটি হয় তা বলা যায় না।

ঐন্দ্রি। রতি! তুই আর জ্বালাসনি ভাই, ঠকিচি।

রতি। আপনার ও ঠকা কেবল কথায়; কিন্তু কাযে ঠকিচি আমরা।

ঐন্দ্রি। তাইত বাড়িলে(বে);—(রম্ভির চিবুক ধরিয়া)

ওলো আমার রসের কলি না ফুটতেই এত।
না জানি লো, ফুটলে অলি জুটবে কত শত॥

(নেপথ্যে গীত।)

পিলুবারোঁয়া—কাওয়ালি।

কিবা অপরূপ রূপ জগত মাঝে।
জগতের মন হরে মনোহর সাজে॥
ঘনশ্যাম ঘন ঘটা, তাহে বিজলির ছটা,
সুধা পূর্ণ পূর্ণ ইন্দু, কিবা বিরাজে।
প্রান্তর দুকূলে হেরি, উদয়াস্ত দুই গিরি,
নিম্নে সুখ সরোবর শোভিত সরোজে॥

ঐন্দ্রি। (নেপথ্যাভিমুখে) রম্ভা! ওখানে থেকে হাস্‌চ কেন, এই খানেই কেন এস না!

রম্ভা। (নেপথ্যে) রাজমহিষি! কাছে বসে হাস্‌লে কি লাগে?

ঐন্দ্রি। তবে ঐখানে বসে আর একবার হাস, সব ত গিয়েছে, অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাও যাক্, বুক পেতে রইলেম।

রম্ভা। (নেপথ্যে) তবে বেগ ধারণ করুন।

ভৈরবী—পোস্তা।

পিরীতি পরেশ মণি রসিক ভূষণ।
সুজনে সুচারু জ্ঞান, কি জানে কুজন॥
সরলে সরলে হলে, সোহাগে সুবর্ণ গলে,
পূর্ণচাঁদে হয় যেন চকোর মিলন।
পবিত্র প্রণয় সিন্ধু, যদি ভাগ্যে স্পর্শে বিন্দু,
দুর্লভ পিযূষ পানে, অমর সে জন॥

রম্ভার প্রবেশ।

ঐন্দ্রি। আয় ভাই, তোকে যে কি দিই তাই ভাব্‌চি।

রম্ভা। রাজমহিষি! যা ছিল, সব ত গিয়েছে, তবে আর দেবেন কি?

ঐন্দ্রি। কেন?—সব গেলই বা—তবু কি দিতে পারিনে—আর কি কিছুই নাই?

রম্ভা। উপরি লাভের অংশ নাকি?—এ ব্যবসা কদ্দিন রাজ-মহিষি?

ঐন্দ্রি। (রতিকে দেখাইয়া) এই রসের কলিকে জিজ্ঞাসা কর, যিনি আমাকে লাভের কাঁধে দেখিয়েছেন।

রম্ভা। কি পাতের-কাঁদ রতি ?

রতি। আমি তাই অবাক হয়েছি, আমার মুখে আর কথা সরছে না, আমি জানি না।

ঐন্দ্রি। (রতির চিবুক ধরিয়া)

ওলো আমার গরবিনীর বাক্যি হরে গেল।
ভাতার ভাতার করে ধনীর ছকুল ভেসে গেল॥

কেমন—তবে বলি ? রাগ কর্‌বে না ত ?

রতি। বলুন।

ঐন্দ্রি। ওঁর অদৃশ্য ভাতার পাতের কাঁদ, যাঁকে ধর্‌বার জন্ম উনি ফাঁদ পেতে 'কোথায় আমার মদনমোহন একবার এসে বাঁচাও আমার প্রাণ' বলে হাপুস নয়নে কোঁপাচ্ছেন।

রম্ভা। ভালবাসার টান, আমার গায়ের জ্বালা।

ঐন্দ্রি। হাঁলা রতি! তোর কি অরুচি হয়েছে ?

রতি। অরুচি হলে এদ্দিনে সহমরণে যেতেম।

ঐন্দ্রি। কার সঙ্গে ?

রতি। বিচ্ছেদের সঙ্গে ?

ঐন্দ্রি। কারে বলে জানিস কি ?

রতি। যদি আগে জানতেম আপনার একটিও মন উঠে না, তা হলে জানতেম কি না ভেবে দেখুন না ?

ঐন্দ্রি,। ভাববার সময় নাই—অবকাশ কম।

রতি। তাই ত বলচি যে আগে জানতেম না, এখন বিলক্ষণ জানুতে পেরেছি।

ঐন্দ্রি। (রতির চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে)

কত রঙ্গই জানিস রতি কত রঙ্গই জানিস।
লাভের ভাতার ফিরিয়ে দেব আর কেন লো কাঁদিস
ধনি ! আর কেন লো কাঁদিস্।

রম্ভা।

সাহানা—খেম্‌টা।

আনন্দ নীরে মম মন ডুবিল।
ওলো সখি ! আজু প্রাণ বাঁচিল॥
মদন পবন ঘন, বহিতেছে অনুক্ষণ,
ভাগ্যক্রমে হারা ধন মিলিল ;—
এতদিনে আমার মানস পুরিল॥

ঐন্দ্রি। রম্ভা ! তোর যে আমোদ ধরে না, আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবি নাকি ?

রম্ভা। মা রাজমহিষি ! ঐটি রতির জবানি।

বৃত্রাসুরের প্রবেশ।

রম্ভা ও রতির দণ্ডায়মান।

বৃত্র। এ কি! তন্দ্রা দিলেম নাকি?

ঐন্দ্রি। তন্দ্রা নয়—বহুকাল, যন্ত্রণা অধিক।

বৃত্র। হাঁ—যদি রক্তপাত না হয়।

ঐন্দ্রি। (কপট ক্রোধে) আমাদের অদৃষ্টে সবই সমান।

বৃত্র। প্রিয়ে! এখন ও সেই ভাব, কিছুই উপশম নয়? (উপ-বেশন) কেন কি হয়েছে বল, আর কষ্ট দিওনা। চন্দ্রাননি! কি এমন দুঃখ হয়েছে যে অনন্য মনে কেবল সেই দুঃখেতেই অন্তর্দাহ কচ্চ? প্রাণেশ্বরি! কেউ কি তোমাকে কিছু অপ্রিয় বলেছে?

ঐন্দ্রি। প্রাণনাথ! কেউ আমাকে কিছুই বলে নাই, কার সাধ্য তোমার মহিষীকে এক কথা বলে। তবে আমার মনের দুঃখে———

বৃত্র। সুধাংশুবদনি! তোমার আবার দুঃখ কি? যে বৃত্র এই স্বর্গের অধিপতি, সেই বৃত্র তোমার কিঙ্কর, তোমার চিরানুগত দাস। সুমাখা দেবগণ যে স্বর্গের জন্য লালায়িত হয়ে বেড়াচ্চে, সেই স্বর্গ তোমার ঐ চরণতলে। প্রাণেশ্বরি! এতেও আবার তোমার দুঃখ?

ঐন্দ্রি। জীবিতনাথ! আমি গন্ধর্ব্ব কন্যা, স্বয়ম্বরা হয়ে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এর কারণ কি তা আমাকে সমস্ত ভেঙ্গে বলতে হবে, এখনও কি বুঝতে বাকি আছে?

বৃত্র। প্রিয়ে! কেন আমাকে বৃথা ভর্ৎসনা কর? আমাকে স্পষ্ট করে বল তোমার মনে কি দুঃখ হয়েছে।

ঐন্দ্রি। দুঃখ! অসীম দুঃখ—এ দুঃখের শেষ নাই। যদি তোমার মহিষী হয়ে আমার আশা পূর্ণ হলো না, তবে—

বৃত্র। কি বল্লে প্রিয়ে! আশা পূর্ণ হলো না—কোন বস্তুর আশা?—এ ত্রিভুবনে এমন ত কোন বস্তু দেখ্‌তে পাচ্চিনে; তবে আশা কিসের?

ঐন্দ্রি। না থাকলে কি বলচি? প্রতিজ্ঞা কর আমার আশা সফল করবে?

বৃত্র। (সহাস্যে) তথাস্তু।

ঐন্দ্রি। নাথ! রহস্য নয়। মনে কর না যে ঐন্দ্রিলার আশা রামবস্ত্রাদের অসমী বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কিছু অবলম্বন করে উত্থিত হয়। তাই বলি, যে জন বিজিত সে যদি আমাদের চরণ সেবা না করে, তবে আমাদের জয় কোথায়? বিজিতে আর দাসে প্রভেদ কি? তাই বলি ইন্দ্রাণী শচী যদি আমার চরণ সেবা না করে তবে আমার জীবন ধারণই বৃথা।

বৃত্র। জীবিতেশ্বরি! এর জন্য কি এতটা কত্তে হয়? এর জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা কত্তে বলছিলে? তা এতটা আড়ম্বরেরই বা প্রয়োজন কি ছিল? দাস্য সুখে এ দাসকে অনুমতি দিলেই ত হত? তা প্রিয়ে, তার জন্য ভাবনা কি? আমি শচীকে অবশ্য এনে দেব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

ঐন্দ্রি। (বৃন্দের হস্ত ধরিয়া) প্রাণনাথ! আজ যে কি সুখী হলেম তা আর বলতে পারি না।

দেশ ঝিঁঝিট—খং।

সুখ সাগরে মম মন ডুবিল।
প্রাণনাথ! আজি কি আনন্দ হইল॥
মন আশা পুরিবে, সব সাধ মিটিবে,
আশা পথে আমার নয়ন রহিল।
তব বাণি শুনি, প্রফুল্লিত প্রাণী,
দেখ নাথ আজ আনন্দ উথিল॥

বৃন্দ। প্রিয়ে! এখন তোমার অপ্সরাদের সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ কর গে, নৈমিষারণ্যে শচীর কাছে দূত প্রেরণ করে আমি এলেম বলে।

(প্রস্থান।)

ঐন্দ্রি। (রম্ভা ও রতির প্রতি) এখন চল ভাই আমরা সঙ্গীত শালায় যাই।

রতি। চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ—বৃত্রাসুরের সভা।

বৃত্রাসুর উপবিষ্ট, পার্শ্বে মন্ত্রী করে যোড়ে
দণ্ডায়মান ও কিঞ্চিৎ দূরে দুই
প্রতিহারী দণ্ডায়মান।

মন্ত্রী। মহারাজ! সকলেই বল্‌চে যে স্বচক্ষে দেখেছে।

বৃত্র। সে তাদের ভ্রম।

মন্ত্রী। মহারাজ! সকলেই বলে যে দেবতাদের জয়ধ্বনি স্পষ্ট-রূপে শুনেছে।

বৃত্র। তোমার মত ভীরু ব্যক্তিরাই কেবল পামর অমরগণকে দেখ্‌তে পায় আর তাদের জয়ধ্বনি শুন্‌তে পায়, এ সমস্তই মিথ্যা।

মন্ত্রী। মহারাজ! অমরগণের অসাধ্য কি আছে? তাঁরা মনে কল্লে কি না কত্তে পারেন? যুদ্ধকালে তাঁদের বলবীর্য্য ত আপনার অজ্ঞাত নাই?

বৃত্র। (সক্রোধে) তুমি অতি কাপুরুষ। তাদের কি সাধ্য যে তারা স্বর্গে প্রবেশ করে? তাদের যখন পরাভূত করে স্বর্গ অধিকার কল্লেম, তখন তাদের দেবত্ব কোথায় ছিল, আর অমরত্বই বা কোথায় গিয়াছিল?

মন্ত্রী। মহারাজ! বোধ হয় ভবিষ্যতে অসুর বংশ ধ্বংশ করবার জন্য তাঁরা ঐ রকম ছল প্রকাশ করেছেন। তাঁদের লীলা বুদ্ধির অতীত।

বৃত্র। (ক্রোধে অসি বাহির করিয়া) ও সব লীলাকে তুমি ভয় কর, আর তোমার মত ভীরু ব্যক্তিরা ভয় করুক, আমি কিম্বা আমার প্রবল প্রতাপশালী অসুরগণ তাতে ভয়ও করে না কিম্বা অণুমাত্র বিশ্বাসও করে না। কার সাধ্য এই স্বর্গে প্রবেশ করে, কার সাধ্য আমার রণদুর্দ্ধর্ষ অসুরগণকে পরাভূত করে, কার সাধ্য আমার এই ভীষণ অসির নিকটবর্ত্তী হয়, আমি এক এক অস্ত্রাঘাতে শত শত দেবতার মস্তক ছেদন কত্তে পারি। তুমি কি আমার বল বিক্রম একেবারে বিস্মরণ হয়েছ? তুমি কি প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে আমার প্রতাপে দুরাত্মা দেবগণ পাতালপুরে প্রচ্ছন্ন ভাবে মহা মুর্চ্ছিতাবস্থায় দিবা নিশি সভয়ে সময়াতিপাত কচ্চে? তুমি কি জান না যে আমার প্রতাপে ইন্দ্রাণী শচী ধরণীতলে নৈমিশারণ্যে নিয়ত বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হয়ে রয়েছে? তুমি এসব দেখে শুনেও দুরাচার অমরগণকে ধন্যবাদ প্রদান কচ্চ? ধিক্ তোমাকে যে তুমি এত কাল আমার নিকটে থেকে আমার বীরত্ব জান্‌তে পারে না। তুমি যদি আমার মন্ত্রী না হতে, তা হলে এই দণ্ডে এই অসি তোমার মস্তককে শরীর হতে বিচ্ছিন্ন করে আমার সম্মুখে লুণ্ঠিত কর্‌তো।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি

মহারাজের আজ্ঞাধীন, তবে মহারাজের মন্ত্রীত্ব পদে অভিষিক্ত হয়ে কখন কখন ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করে দু একটী কথা—

বৃত্র। ন্যায় অন্যায় ? ত্রিজগৎপতি বৃত্রাসুর যা করে তাই ন্যায়। যা করতে ঘৃণা করে তাই অন্যায়। ন্যায় অন্যায় ত আমারই নিয়মাধীন। থাক ও সব কথা থাক ; এখন একটি কর্ম্ম কত্তে উদ্যত হয়েছি, ন্যায় অন্যায় তোমার কাছে শুন্‌তে চাইনে, কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সে কর্ম্ম কর্‌ব, কখনই অন্যথা হবে না। বল দেখি কাকে ধরণীতলে নৈমিষারণ্যে পাঠান যায় ?

মন্ত্রী। কি উদ্দেশ্যে মহারাজ ?

বৃত্র। তোমার ইন্দ্রাণী শচীর কেশাকর্ষণ করে মহিষী ঐন্দ্রিলার চরণ তলে লুণ্ঠিত কর্‌বার উদ্দেশ্যে।

মন্ত্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! তা হলেই ত, এত দিনের পর অসুর বংশ ধ্বংশ হবার সূত্রপাত হ'ল। এমন দিন কি হবে যে দুরাত্মা বৃত্রাসুরের আর দুরাত্মা অসুরগণের রক্তে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন ধৌত হবে।

বৃত্র। কি চিন্তায় মগ্ন হয়েছ ?

মন্ত্রী। মহারাজ ! বিষম চিন্তায়।

বৃত্র। কি এমন বিষম চিন্তা ?

মন্ত্রী। মহারাজ ! শচীর সন্তান জয়ন্ত তিলার্দ্ধ তাঁর মাতাকে ত্যাগ করে অন্তত্র থাকেন না, তাতে আবার তিনি বীর চূড়ামণি, এই বিষম চিন্তা।

বৃত্র। কাপুরুষ! তুই নামে মন্ত্রী, তুই কখনই আমার মন্ত্রীর যোগ্য নস, সম্মুখ হতে দূর হ, নচেৎ এই অসিকে তোর রক্তে রঞ্জিত করব। আমার রাজ্যে যে কীটানুকীট সে তোর শচীপুত্র জয়ন্তকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করে। অমরের নিকট দূত প্রেরণ করতে তোর বিষম চিন্তা? যা তোর আবাসে গিয়ে এই চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে থাক, যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন তোকে আহ্বান করব।

মন্ত্রী। মহারাজ! রাগান্ধ হবেন না, শচীকে আনয়ন করবার পূর্ব্বেই প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত হবে, তাই নিবেদন কচ্ছি সকল বিবেচনা করে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করাই বিধি।

বৃত্র। উত্তম পরামর্শ। প্রতিহারি!

প্রতি। মহারাজ!

বৃত্র। রুদ্রপীড়কে সংবাদ দাও।

প্রতি। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

বৃত্র। মন্ত্রি! তুমি কি আমাকে স্বর্গ ত্যাগ করতে বলচ? তুমি কি জান না, যে যে স্বর্গের জন্য কত জপ কত যজ্ঞ করেম, অনাহারে অনিদ্রায় কত কল্প কাটালেম, সে সমস্ত উপেক্ষা করে,—বিশেষতঃ কৈলাসপতি দেবদেবের অজয় বর আর ভৈরব শূল প্রাপ্ত হয়ে অনায়াসে স্বর্গ ত্যাগ করতে কি আমি পারি? এই কি বীরত্ব—এই কি সাহস?—

মন্ত্রী। দৈত্যকুলেশ্বর! সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু দিন দিন যে প্রকার দেবের উৎপাত বাড়্‌চে তাতে ভয় ও সন্দেহ ভিন্ন মনে আর কিছুরই উদয় হয় না।

রুদ্রপীড়ের প্রবেশ।

রুদ্র। পিতঃ (প্রণাম) কি জন্য এ দাসকে আহ্বান করেছেন?

বৃত্র। এস বৎস! (শিরশ্চুম্বন)

কি কহিব রুদ্রপীড় দুঃখের বারতা,
কহিতে বিদরে হৃদি, নিরস রসনা,—

রুদ্র।

কি হেন ভাবনা তাত!—সচল অচল
কিগো মৃদু সমীরণে?, মিনতি চরণে
কৃপা করি কহ পিতঃ দুঃখের বারতা
এ অধীনে—আজ্ঞাধীন রুদ্রপীড় সদা।

বৃত্র।

থাকিবে কি মন সাধ জননীর তব
অপূর্ণিত আমরণ এ জীবনে? হবে
না কি পূর্ণ তাঁর সাধের বাসনা?

জয়।

কি হেন বাসনা তাতঃ জননীর মনে?
কৃপা করি এ অধীনে করুন প্রকাশ,
হইব কৃতার্থ আমি সেবিয়া সে পদ।

বৃত্র।

দীর্ঘজীবী হও পুত্র, এ আশীষ মম।
এই অভিলাষ তাঁর—ইন্দ্রজায়া শচী
করিবেক পদ সেবা হ'য়ে চিরদাসী।
রাখ মম অনুরোধ—যাও দ্রুতগতি
ভূতলে নৈমিষারণ্যে—যথা সে ইন্দ্রাণী
অবস্থিত দুঃখ মাঝে, না কর বিলম্ব—
পারি না সহিতে দুঃখ জননীর তব।
কাঁদে বামা অবিরল সজল লোচনে॥

রুদ্র। (ক্ষণ মৌনাস্তে)

ক্ষম অপরাধ পিতঃ—নিবেদি চরণে
কিরূপে যাইব আমি নৈমিষ কাননে?
হরিণী সমান সতী ব্যথিত অন্তরে,
বধ বিরহিণী যথা—কানন মাঝারে।

না যাইব আমি তথা, যাক কোন দূত;
আসুক সে ইন্দ্রজায়া, জ্বলুক ইন্দ্রের
হৃদি—জ্বলুক জগৎ—জ্বলুক এ স্বর্গ—
যাক্ রসাতলে—রসাতল—দেবগণ
যথা প্রপীড়িত মহা দুঃস্থ অবস্থায়।
জ্বলুক নরক সম সন্তাপিত হৃদি।
কাহারে কহিব হায় এ দুঃখ বারতা।
তাত! পিত! যোগীবর! দৈত্যকুলেশ্বর!
গললগ্নী কৃত্তবাসে মিনতি ও পদে—
ক্ষান্ত হ'ন, রক্ষা হোক এ ত্রিভুবন।
হা বিধাত! কুপ্রবৃত্তি বীজ,—পুলমজা
কিঙ্করী-অঙ্কুর,—শুশ্রূষা-শাখা প্রশাখা,—
যুদ্ধ-ফুল,—হ'বে শেষে দৈত্যবংশ ধ্বংশ
সুপক্ক ফল—হে পিতঃ! হে দানবেশ্বর!
নষ্ট কর হেন বীজ,—হ'লে অঙ্কুরিত—
ফলিবে নিশ্চয় সেই ভয়ঙ্কর ফল।

বৃত্র।

কি বলিলি দৈত্য-কুলাঙ্গার? উপদেশ

শিখালি আমারে ? কজ্জল কুলের তুই—
করিলি কলঙ্ক লেপ দানবের কুলে ?
লঙ্ঘিলি পিতার আজ্ঞা ?—জানিস পামর
সেই পিতা বৃত্রাসুর—ত্রিভুবন-জয়ী ?
এই দণ্ডে লইতাম প্রতিশোধ আজি
বিচ্ছিন্ন করিয়া শির এই খড়্গাঘাতে
পাঠাতেম অকাতরে শমন-আগারে
যদি না হতিস তুই আমার আত্মজ।
মন্ত্রি! প্রতিহারি! যাও স্থানান্তরে লয়ে
যাও পাপমতি হতে,—আর না দেখিব
মুখ পামরের,—বদ্ধ করি হস্ত পদ
রাখ গিয়া কারাগারে—অন্ধতম পুরে।

দৈত্যপতি! অপরাধ ক্ষমহ দাসের!
আদিশ অধীনে—ছেদিব মস্তক নিজ
এই অসি, ঘাতে—দেখিবে কেমনে পুত্র
হাস্যমুখে পিতৃআজ্ঞা করিবে পালন।
কিন্তু পিতঃ! না যাইব ধরাধামে আমি·

আনিতে ইন্দ্রের জায়া, পাঠান দূতেরে
আমুক সে পৌলমীরে,—নিষাদ যেমতি
সানন্দে-সভয়ে যত্নে আনে পক্ষ ধরি।

(প্রস্থান।)

বৃত্র। প্রতিহারি! মহাকাল আর কালকেতুকে ডেকে নিয়ে আয়।

প্রতি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(প্রস্থান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! অনুমতি হয়ত আর একটি কথা নিবেদন করি।

বৃত্র। কি বল।

মন্ত্রী। মহাকাল আর কালকেতুর যাবার অনতিবিলম্বেই যুদ্ধের আয়োজন করুন, কারণ তাদের নৈমিষারণ্যে পদার্পণ মাত্রেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে, অতএব নিবেদন, এ বিষয়ে প্রস্তুত হন।

বৃত্র। আমার অনুরগণ সদা সর্ব্বদাই সসজ্ব, আয়োজনের মধ্যে কেবল অসি নিষ্কোষিত করা তার জন্য চিন্তা নাই।

প্রতিহারির সহিত মহাকাল ও কালকেতুর

প্রবেশ।

মহা। মহারাজ! অভিবাদন করি (প্রণাম) আমাদের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

বৃত্র। তোমরা দুজনে সসৈন্য হ'য়ে ধরণীতলে নৈমিষারণ্যে যাও। ইন্দ্রাণী শচী যে অবস্থাতেই থাক্, দৃষ্টি মাত্রেই গরবিনীর কেশাকর্ষণ করে স্বর্গে আনয়ন করবে। যদি কোন দুর্ভাগা তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে সংহার করে তার ছিন্ন মস্তক সহিত এখানে আস্বে। যাও আর বিলম্ব কর না। আর দেখ,* যদি সম্মুখ যুদ্ধ হয়, তা হ'লে নিরস্ত হ'ওনা, তা হ'লে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

মহা। যে আজ্ঞা মহারাজ! সম্মুখ যুদ্ধ ত আমাদের প্রার্থনীয়, তার/জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। অভিবাদন করি। (প্রণাম)

(প্রস্থান।)

বৃত্র। চল মন্ত্রি! আমরা যুদ্ধের আয়োজন করি গে!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

পৃথিবী—নৈমিষারণ্য।

সখী সহ শচী আসীনা।

শচী। সখি! আর কেন বৃথা প্রবোধ দিচ্চ, মন কি প্রবোধ মানে? সখি দেখ দেখি, যে ইন্দ্রের প্রতাপে ত্রিভুবন কম্পবান, আমি সেই দেবরাজের মহিষী হয়ে সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নন্দন কানন চ্যুত হয়ে এখন কি না অরণ্যবাসী হয়ে রয়েছি; সখি এর চেয়ে আর কি দুঃখ আছে বল দেখি?

ভৈরবী—মধ্যমান।

নিয়তই কাল অধিন চিরকাল।
সখি! একি বিধাতার ঘোর মায়াজাল॥
কোথায় অমরাবতি, কোথা কানন বসতি,
তার ভাগ্যে এ দুর্গতি, যার পতি সুরপাল?
বল বীর্য্য যশ হত, দানবের পদানত
হয়ে থাকা ছিল ভাল, অমর অন্তিম-কাল॥

সখি! আমাদি জয়ন্ত কোথায় গেল, সে যে অনেকক্ষণ এখানে নাই?

সখী। বোধ হয় তিনি নিকটেই আছেন তার জন্য ভাবনা নাই?

ইন্দ্রের প্রবেশ।

শচী। (সসম্ভ্রমে) একি! প্রাণনাথ! এখানে কেন? চক্ষে জল কেন? সংবাদ কি শীঘ্র বল!

ইন্দ্র। প্রিয়ে! ভয় নাই। এ আনন্দাশ্রু অতি সুসংবাদ।

শচী। কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে, সত্বর স্পষ্ট করে বল।

ইন্দ্র। জয়ন্ত কৈ? তাকে যে দেখ্‌চি নে?

সখী। তিনি এই ঐদিকে আছেন।

ইন্দ্র। তুমি যাও তাকে ডেকে নিয়ে এস।

সখী। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

শচী। কি সুসংবাদ প্রাণনাথ?

ইন্দ্র। সুসংবাদ এই যে দৈত্যগণের সৌভাগ্যের শেষ হয়েছে। ইতি পূর্ব্বে বরুণ, অগ্নি আর আমি ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেম। পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আমাদের দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন করায় তিনি আমাদের দুর্ব্বাসনপুত্র সনৎকুমারের নিকট যেতে আদেশ করেন। তিনি বলেছেন যে দধীচি ঋষির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র অস্ত্র ভিন্ন বৃত্রা-

সুরের মৃত্যু নাই, আর ঐ সনৎকুমার ভিন্ন দধীচির অস্থি আমরন কর্‌বার আর কারও ক্ষমতা নাই। তার পর আমরা সকল দেবতা একত্র হয়ে সনৎকুমারের নিকট গিয়ে আমাদের সমস্ত দুঃখবৃত্তান্ত বর্ণন কল্লেম।

সচী। তার পর, তার পর?

ইন্দ্র। তার পর সনৎকুমারের অনুরোধে মহর্ষি দধীচি দেহ পরিত্যাগ কর্‌লেন। তাঁর অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করে আমাকে অর্পণ করেছেন, এই সেই বজ্র। এই বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ কর্‌ব। প্রিয়ে! এর চেয়ে আর আমাদের কি সুসংবাদ থাকতে পারে দেখি?

ত্রস্তভাবে সখীর প্রবেশ।

সখী। দেবরাজ! কে তুমুল অসুরের মত যুবরাজ জয়ন্তর সঙ্গে যুদ্ধ কচ্চে, শিগ্‌গির যান শিগ্‌গির যান, ঐ ঐ দিকে।

শচী। কি হবে, কি সর্ব্বনাশ, কি হলো, প্রাণনাথ শীঘ্র যাও।

ইন্দ্র। ভয় কি ভয় কি এই আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে) পামর জয়ন্ত! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাদের রাজমহিষীর দাসীপুত্র হয়ে তোর এত অহঙ্কার, দেখ্‌ তোর কি প্রতিফল দিই! (অস্ত্রের শব্দ) কি বল্লি পামর, তোর বা আমাদের

মহিষীর———আর সহ্য হয় না, এই দেখ্ তোর কি অবস্থা করি (অস্ত্রের শব্দ) উঃ গামব, মহারাজ—প্রাণ—বায়—আর——

শচী। কি হবে সখি, একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'ল।

সখী। স্থির হ'ন, আমি দেখে আসি।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে অস্ত্রের শব্দ।)

সখীর প্রবেশ।

সখী। ভয় নাই, ভয় নাই, একটা অসুর মরেছে।

(নেপথ্যে) রে দুরাত্মা ইন্দ্র, রে পাপিষ্ঠ জয়ন্ত, ছেড়েদে, যদিও অস্ত্র নাই, এই মুষ্টিপ্রহারে তোদের সংহার করি। রে পাপিয়সি শচী, দুশ্চারিনি, মহিষী ঐন্দ্রিলার দাসী,—পিতঃ আর সহ্য হয় না। (অস্ত্রের শব্দ) উহঃ উঃ——প্রাণ গেল রে দুরাচার,-——উঃ—— আর——বসে——মহা——রাজ———

রক্তাক্ত কলেবরে ইন্দ্র ও জয়ন্তর প্রবেশ।

শচী। ওমা একি! একি! জয়ন্ত একি বাবা?

জয়। ভয় নাই মা (শচীর পদধূলি গ্রহণ) আপনার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে দুটো অসুরকে সংহার করেছি।

ইন্দ্র। অসুর—এখানেও অসুর। তাদের উদ্দেশ্য কি জয়ন্ত?

জয়। পিতঃ সে কথা বলা দূরে থাক্ মনে হলেও ক্রোধে শরীর দগ্ধ হয়।

ইন্দ্র। তাত প্রতিফল পেয়েছে, এখন বল দেখি ওরা কি জন্য এসেছিল ?

জয়। আমি অন্য মনে ঐ দিকে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ আমার সম্মুখে ঐ দুই মূর্ত্তি উপস্থিত। এসেই আমাকে বল্লে কে তুই ? আমি বল্লেম তোরা কারা ? আমার এই কথার উত্তর না দিয়ে আর আমাকে সমস্ত দেখে দুরাচারেরা বল্লে বোধ হয় তুই বৃত্ররাজ মহিষী ঐন্দ্রিলার দাসী পুত্র জয়ন্ত, তোর মাকে আমরা স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাদের রাজ মহিষীর পদসেবা কর্‌বার জন্য দাসীর প্রয়োজন হয়েছে।

শচী। উঃ কি দর্প!

ইন্দ্র। চূর্ণ হয় এই, তার পর জয়ন্ত ?

জয়। আমার শরীর হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। তার পর কোন কথা না বলে পরস্পর যুদ্ধ। ক্ষণেক পরে দুরাচারদের খড়্গ খণ্ড খণ্ড কর্‌বার পর আপনি সে স্থানে উপস্থিত হলেন।

ইন্দ্র। ধন্য তোমার বীরত্ব। জয়ন্ত একটি সুসংবাদ বলি শুন, বিশ্বকর্ম্মা বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত বজ্র নামে অমোঘ অস্ত্র নির্ম্মান করেছেন। এই সেই বজ্র। এস আমরা সকল দেবতা একত্র হয়ে শত্রু সংহার করে স্বর্গ উদ্ধার করিগে।

জয়। এ অতি সুসংবাদ। পিতঃ কিরূপে এ সন্ধান পেলেন।

ইন্দ্র। সে অনেক কথা। বৃত্রাসুর বধ করে, সমস্ত অসুর বংশ ধ্বংস করে অমরাবতীতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সমস্ত বিবরণ বলব। এখন চঁল, স্বকার্য্য সাধনে যাওয়া যাক্।

জয়। যে আজ্ঞা পিতঃ চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

স্বর্গ—নন্দনকানন, অশ্বত্থ বৃক্ষ মূল,

শিলাতল।

শিলাতলে ইন্দুবালা শয়না, সুচেতা ও সুদেষ্টা

শুশ্রূষা করিতেছে।

ইন্দু। সুচেতা! একটু ভাল করে বাতাস কর।

সুচে। এই যে সখি বাতাস কচ্চি, তুমি কি টের পাচ্চ না, শরীর কি বড় কেমন কচ্চে?

ইন্দু। সখি! জড় পদার্থের আবার সুখ অসুখ বোধ কি? (উপবেশন)

সুদে। তবে বাতাসের প্রয়োজন?

ইন্দু। তোমাদের মন রাখবার জন্য।

সুচে। আমাদের মন কি আমাদের কাছে আছে?

ইন্দু। তবে কি তোমরা মন-হারা?

সুদে। আমরা মন হারা নই, মন-হরা।

ইন্দু। আকার ত্যাগ কল্লে কেন?

সুচে। তা হলে আমরা নিরাকার নিয়ে থাক্‌ব না, এতে এদিক ওদিক দুদিক যায়।

ইন্দু। সখি! আমি যে দশ দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি।

সুচে। সখি! অত উতলা হলে কি চলে? আগে তাঁকে যেতে দাও তার পর দেখ।

ইন্দু। তাই এমন ক পণ দেখি নাই? অত মিনতি, অত পায়ে ধরা, অত সাধাসাধি, সব বিফল হ'ল? সখি! আমাকে যুদ্ধ শেখাতে পারিস্?

সুচে। যুদ্ধ শিখে কি কর্‌বে?

ইন্দু। কেন আমি রোজ রোজ যুদ্ধ সজ্জা করে থাক্‌ব, আর তাঁকে কথায় কথায় আমার হাতে ধরাব।

সুচে। কেন ভাই যুদ্ধ সজ্জার আবশ্যক কি? আমি যদি তোমার এই বেশে তাঁকে তোমার হাতে ছেড়ে তোমার পায়ে ধরাতে পারি তা হলে আমাকে কি দেবে?

ইন্দু। যুদ্ধ সজ্জার আবশ্যক নাই কেন?

সুচে। সখি! তোমার ঐ ভ্রূধনুতে কটাক্ষ শর সংযোগ করে তাঁকে বেঁধা হয়ে থাক একবার সন্ধান কল্লে কি আর রক্ষা আছে? তোমার ঐ——

ইন্দু। সুচেতা! সজ্জা বুঝে যুদ্ধ। এ সজ্জায় যুদ্ধ কর্‌লে জয় পরাজয় কোন পক্ষে তা বলা যায় না; আর এ সজ্জা ত তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ-করবার।

(নেপথ্যে গীত।)

পিলু-বারোয়া—ঠুংরি।

কেন মন আমার তারে বাসনা করে।
নিরবধি যার হৃদি পরে যতনে ধরে॥
তুমি ভিন্ন অন্য জন, যে করে সদা পূজন,
তবে কেন তার লাগি, মন গুমরে?
ভাল বাসা জানা গেল, হৃদয়ে শূল বিঁধিল.
বিষ ভাবি ত্যেজি তোরে, (সে) সুধা ভাবে পরে॥

ইন্দু। সুচেতা! এ গানটি সুলোচনা গাইলে না?

সুচে। হাঁ সখি!

ইন্দু। ঝিঁঝিট গানটি, বেশ ভাব। সুচেতা! সুলোচনাকে আর একটি গাইতে বলে এস।

সুচে। আচ্ছা আসচি।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। সুচেতা! আমাকে না বলে তোমার দাদা ত যুদ্ধে গেলেন না?

সুচে। সখি! তা কি তিনি যেতে পারেন?

ইন্দু। কি জানি ভাই, আমার তেমন কপাল নয়।

সুদেষ্টার প্রবেশ

(নেপথ্যে গীত ।)

পিলু-বাহোয়া—ঠুংরি।

কে বলে বিচ্ছেদানলে সদা জ্বলে প্রাণ।
সে অনলে না দহিলে নাহি সুখ জ্ঞান॥
একাসনে দোঁহে বসি, আনন্দ সাগরে ভাসি,
নিখিল আঁধার তথা, মুদিলে নয়ন॥
কিন্তু থাকিলে অন্তরে, প্রকৃতি সে রূপ ধরে,
জাগ্রতে কি নিদ্রাবেশে (তারে,) করি নিরীক্ষণ॥

রণবেশে রুদ্রপীড়ের প্রবেশ।

ইন্দু। প্রাণনাথ! এ বেশ কেন? তোমার শরীরে কি দয়ার লেশ মাত্র নাই?

রুদ্র। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এমন অন্যায় কথা বল্‌চ কেন? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না যে পিতা আমার কি ভয়ানক বিপদ সাগরে পতিত হয়েছেন? তাঁর এ অবস্থা দেখে কি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারি?

ইন্দু। জীবিতনাথ! পিতার কি আজও ভ্রম অন্ধকার ঘুচ্‌লো না? এ বিশ্ব সংসারে কি এমন কেহই নাই যে তাঁকে প্রবোধ দেয়?

রুদ্র। প্রিয়ে! তাঁতে আর কি তিনি আছেন? এখন তাঁর হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হয়েছে; এখন তাঁর জ্ঞানের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়েছে, তিনি এখন বিষম ভ্রম অন্ধকারে পতিত হয়ে আশীবিষকে মনোহর পুষ্পমাল্য জ্ঞানে আপনার গলদেশে ধারণ করে আপন জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ইন্দু। নাথ! তবে কেন তুমি সেই পিতার অনুবর্ত্তী হচ্চ? কেন তুমি জ্ঞান সত্বে অজ্ঞানের ন্যায় কর্ম্ম কচ্চ? কেন তুমি তবে অমরগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কচ্চ?

রুদ্র। প্রাণেশ্বরি! তুমি কি আমাকে দেবদ্বেষী জ্ঞান কচ্চ? তুমি কখন আমাকে ওরূপ জ্ঞান কর না। তবে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপের ইয়ত্তা নাই, এই জন্যই এই সকল অস্ত্র ধারণ করেছি। বস্তুতঃ আমি যখন যুদ্ধকালে এই সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করি, তখন আপনাকে শত্রু সংহর্ত্তা জ্ঞানে নিক্ষেপ করি না। তখন আমি এই শরাসনকে অঞ্জলি করে এই সকল শর সচন্দন পুষ্পজ্ঞানে ভক্তি সহকারে দেব পাদপদ্মে অর্পণ করি। প্রিয়ে! সম্প্রতি আমি যে এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন দর্শন করেছি তা স্মৃতি পথে উদয় হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ আনন্দ রসে আপ্লুত হয়। এই স্বপ্ন দেখেছি যে এক জটাজুটধারী মহা পুরুষ, শ্বেতকায়, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধেয়, ভুজঙ্গ ভূষণ, ত্রিশূল হস্তে আমার সম্মুখে এসে বল্লেন যে 'হে বৎস রুদ্রপীড়! আর কেন তুমি নিষ্কলঙ্ক চিত্তে এ পাপ সংসর্গে অবস্থান কচ্চ? কল্যকার যুদ্ধে তোমার এ অসার দেহ পরিত্যাগ করে নন্দন

কাননে অনন্ত সুখ সাগরে সন্তরণ করবে। কার্য্য দোষে তোমার পিতার অকালে কালপূর্ণ হয়েছে, তার আমার কাল সমাগত। তুমি আর ইন্দুবালা ভিন্ন সমস্ত পুরুর বংশ অতি শীঘ্র ধ্বংশ হবে।” প্রিয়ে! এই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়েছে তা আর বলতে পারি না।

ইন্দু। প্রাণনাথ! হঠাৎ আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?

রুদ্র। কেন প্রিয়ে? তোমার আবার কি হ'ল?

ইন্দু। জীবিতেশ্বর! ঐ দেখ প্রকৃতি সতী যেন আমাকে দেখে আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে আমার সম্মুখে সহাস্যে নৃত্য কচ্চেন। মলয়ানিল যেন ভৃত্যভাবে মৃদু মন্দ সঞ্চালনে আমার সর্ব্বাঙ্গকে সুশীতল কচ্চে। পবিত্র জ্ঞানালোকে আমার হৃদয়াকাশ আলোকিত হচ্চে। সমস্তই শান্তিময়, সমস্তই মঙ্গলজনক, সমস্তই যেন সুখদায়িকা। প্রাণনাথ! বলতে কি, আমার এমন বোধ হচ্চে যেন আমরা উভয়ে নন্দনকাননে দেবরাজ আর দেবরাজ মহিষীর চরণ সেবার অনন্ত সুখে সময়াতিপাত কচ্চি। জীবিতনাথ! সত্য সত্যই কি আমরা এইরূপ সুখ সম্ভোগ করব? সত্য সত্যই কি আমরা ইন্দ্র ইন্দ্রাণী চরণ সেবায় নিযুক্ত হব?

রুদ্র। প্রিয়ে! সকলই দেবদেবের ইচ্ছা।

(নেপথ্যে রণবাদ্য।)

ঐ শুন প্রিয়ে! আর অপেক্ষা কত্তে পারি না, সমস্ত সৈন্য আমার

প্রতীক্ষা কচ্চে। কিন্তু আমি যে আজ কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব তা তারা কিছুই জানে না। আমি আজ সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছি বলে সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখা যাচ্চে, সকলেই উৎসাহিত, সকলেই দেবগণের প্রতি আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করতে এত অস্থির, এত অধৈর্য্য হয়েছে যে, এক মুহূর্ত্ত কাল বিলম্বকে শত যুগ প্রায় বোধ কচ্চে।

(নেপথ্যে রণবাদ্য।)

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। যুবরাজ! সকলেই যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত, সকলেই সংগ্রহে আপনার আগমন প্রতীক্ষা কচ্চে।

রুদ্র। আচ্ছা বল, সকলেকে বল গে আমি আগত প্রায়।

সৈন্য। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

রুদ্র। প্রিয়ে! এখন আমি চল্লেম। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার এই অসার দেহান্তে তুমি যেন আত্মঘাতিনী হ'ও না, তা হ'লে ভাবি সুখ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। প্রিয়ে!—আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর, তা হলে আমাদের সুখের সীমা থাক্‌বে না। প্রিয়ে! তবে এখন আমি চল্লেম।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। সুচেতা, সুদেষ্টা!

গীত—ঝং।

সাজাইয়ে দাও সখি! তাপস আমায়।
কেহ যেন নাহি চেনে এ ইন্দুবালায়।
ঘুচা'য়ে সিন্দূর কৌটা, পরাইয়ে দাও জটা,
হার লয়ে রুদ্রাক্ষ মালা, পরালো গলায়।
মণিময় অলঙ্কার, কেন লো আর আমার,
চিকুর বসন লো সই, আর কি সাজে আমায়?
অঙ্গে ভস্ম প্রলেপিয়ে, ত্রিশূল করে লইয়ে,
নবীন সন্ন্যাসী হয়ে, যাব যথায় তথায়।
শেষে অসার দেহান্তে, মিশাইয়ে প্রাণকান্তে,
থাকিব লো প্রেমানন্দে, ইন্দ্র ইন্দ্রাণী সেবায়।

(সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্বকুঞ্জ।

মহাদেব ধ্যানে উপবিষ্ট, নন্দী দণ্ডায়মান।

(নেপথ্যে গীত।)

বেহাগ—চৌতাল।

শিবরূপ যোগীবর ধ্যানে মগন অতি।
হেরিছেন কুতুহলে অংশের অপূর্ব্ব গতি ;
জ্ঞানাতীত চিন্তাতীত, উপাধি কল্পনাতীত,
অপিচ ত্রিগুণাতীত, হে সংহার মুরতি।
মায়া শৃঙ্খল বন্ধনে, জড়িত শরীর প্রাণে,
ভাবিছেন সচকিতে, কিরূপে জীবের গতি—
কেশাগ্র সূত্র বন্ধনে, বদ্ধ আত্মা দেহ মনে,
নিখিল শিথিল ক্ষণে, ভাবিছেন উমাপতি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা ও জয়ার প্রবেশ।

নন্দী। (সকলের চরণে ভূলুণ্ঠনে প্রণিপাত।)

ব্রহ্মা।

নন্দি! দৈহিক মঙ্গল? চিত্ত আলোকিত
শিব তপস্যা জ্যোতিতে?—সর্ব্বৈব কুশল?

নন্দী।

দেব! ভবদীয় শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে
সর্ব্বৈব কুশল।—শিব শিবানী সেবায়
দেহ আত্মা প্রফুল্লিত সদা সর্ব্বক্ষণ।

মহা। (গাত্রোত্থান করিয়া)

আসুন আসুন দেব,—জয়ারে আসন।
(জয়ার আসন আনয়ন, স্থাপন, ও সকলের
যথা স্থানে উপবেশন।)

হে বিরিঞ্চি! চক্রপাণি! পবিত্র কৈলাস,
আজি শুভ আগমনে,—পূত কলেবর—
অন্তরাত্মা অভিষিক্ত অমৃত সাগরে।
কৃপা করি কহ ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক

কুশল বারতা,—কহ আগমন বার্ত্তা,—
ব্যথিত অন্তর দেব ! যাহার কারণ।

বিষ্ণু।

হে দেব অন্তকহারি ! সর্ব্বত্র কুশল।
আগমন বার্ত্তা করিছে প্রকাশ উমা
সজল নয়নে বসি বিরল প্রদেশে।

মহা। (উমাকে দেখিয়া)

কিমাশ্চর্য্য ! একি হেরি ! শঙ্করী বিমনা ?
আনন্দময়ীর আজি নিরানন্দ ভাব ?
প্রিয়ম্বদ দেব ?—কি দুঃখে কাতরা উমা ?

বিষ্ণু।

হে শঙ্কর ! ম্রিয়মাণা উমা শচী দুঃখে।
দুর্জ্জয়দনুজ পতি দুষ্ট বৃত্রাসুর—
তুষিবারে স্বীয় পত্নী ঐন্দ্রিলা দানবী
পাঠাইলা দূত নৈমিষ কাননে—শচী
আনিবার তরে—তার দাসীর কারণ।
প্রবেশি কাননে দূত, জয়ন্তে নিরখি
কহিলা সদর্পে—দম্ভে—"কে তুই রে নীচ ?
বুঝি হবি বৃত্ররাজ—পত্নী দাসী পুত্র ?—

আসিয়াছি দোঁহে (ছিল দূত দ্বয় তথা)
লইতে বাসব জায়া—ঐন্দ্রিলা কিঙ্করী।
বলি ক্রোধে উন্মত্ত শুনি দূতবাণী,
আরম্ভিল ঘোর যুদ্ধ, নাশিল দানবে।
শিহরিল শচী শুনি ঐন্দ্রিলার আশা,
স্মরিল উমার পদ সন্তাপিত মনে ;
অশ্রু ধারা প্রবাহিল হৃদয় প্লাবিয়া।

মহা।

কি ! এত দর্প ঐন্দ্রিলার হইয়া দানবী ?
হে কমলযোনি ! হে কেশব ! চূর্ণ কর
সেই তেজ,—কর বৃত্রাসুর বধ বিধি—
অকালে খণ্ডিয়া তার অদৃষ্ট লিখন।
বিধাতার নির্মাণ অস্ত্র নহে আজ (ও)
যবে দুষ্ট বৃত্রাসুর হইবে নিধন,—
খণ্ডি সেই বিধি—তোষ উমার বাসনা,
পূর্ণ কর এই দণ্ডে দেব মনোরথ।
কিম্বা বল স্বীয় করে বধি বৃত্রাসুরে।
নন্দি ! সংহর দানবে—করাল ত্রিশূলে।

সকলে।

রক্ষ রক্ষ বাসবেশ! রক্ষ হে জগত।
সম্বর কোপাগ্নি দেব! ওহে বিশ্বম্ভর।

বিষ্ণু।

নাশিবে কি ত্রিভুবন বৃত্র বধ হেতু?

হর।

নিজ দোষে মরে যেই, কে রক্ষিবে তারে?
আর না, হে চক্রপাণি! হে কমলযোনি!
যে দুষ্ট দানবাধম থাকি অনাহারে
অনিদ্রায় কল্প কল্প করি স্তব, স্তুতি—
মহাযজ্ঞ—তুষ্ট করি মোরে, হৃষ্ট চিতে
লভিয়াছে যে কাল সম ভৈরব শূল—
যার বলে এত দর্প, এত অহঙ্কার,
যার বলে মহা মূর্চ্ছা যাতনায় সদা
প্রপীড়িত দেবগণ পাতাল মাঝার,—
ভুঞ্জিতেছে অবিরোধে স্বর্গ যার বলে,
অহঙ্কারে যার তেজে ঐন্দ্রিলা দানবী
প্রার্থিলা ইন্দ্রাণী শচী করিবারে দাসী—

সে কাল সম্পূর্ণ শূল করিব হরণ।
"বৃত্রের অদৃষ্ট লিপি অকালে খণ্ডিত।"

বিষ্ণু।

ব্যথিত হৃদয় স্মরি দেবগণ দুঃখ।
আহা! ইন্দ্রজায়া শচী ভুঞ্জিছে যে কত
দুঃখ—কে বর্ণিতে পারে? বৃত্রের অদৃষ্ট
লিপি খণ্ডিতে অকালে, হইনু সম্মত।

উমা।

আশুতোষ! আশু তোষ দেবগণে, আশু
তোষ ইন্দ্রজায়া শচী—স্বরগের রাণী—
এবে কাননবাসিনী—পারাবার সম
দুঃখে ভাসিছে নিয়ত। আহা! শুনিয়া সে
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ জয়ন্তের মুখে—
কত যে কাঁদিল বামা গুমুরে গুমুরে,—
কত যে ডাকিল মোরে, অন্তরে স্মরিয়া
বার বার। বিশ্বনাথ! কাঁপিল হৃদয়,
প্রবাহিল অশ্রুধারা নয়ন ভরিয়া
চিন্তি পৌলমীর দুঃখ। হে অন্তক হারি!

না নিবেদি ও চরণে, একাকী যাইনু
ব্রহ্মলোক, বিধি কাছে নিবেদিনু সব
দুঃখের বারতা ইন্দ্রজায়া পৌলমির।
পরে দোঁহে প্রবেশিনু বৈকুণ্ঠ ভুবনে,—
নিবেদিনু সব কথা চক্রপাণি পদে,
দহিল মাধব হৃদি শচীর কারণে।

ব্রহ্মা।

হে অম্বিকা। পরিহর মনোদুঃখ এবে,—
আর না জ্বলিবে হৃদি শচী দুঃখানলে।
হইবে সাধের শচী স্বরগের রাণী।
হে শঙ্করি! হের ইন্দ্র প্রবেশিছে রণে
সাজি সমর সুসাজে—বজ্র ধরি করে,
এখনি শুনিবে স্বর্গে বৃত্র আর্ত্তনাদ,
পরক্ষণে নিরখিবে বৃত্র চিতা' পরে
বিসর্জ্জিবে দেহ দুষ্টা ঐন্দ্রিলা দানবী

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠধাম, ভাগ্যদেব আসীন।

জীবমাত্রের ভাগ্যলিপি সম্মুখে সংস্থাপিত।

(নেপথ্যে গীত)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কুপথে কুজন সহ কর না কভু ভ্রমণ।
সন্তাপিত হৃদে সদা করিতে হবে রোদন॥
সুপথে পথিক হয়ে, সুকীর্ত্তি পাথেয় লয়ে,
বিমল আনন্দ ভরে সদা কর বিচরণ॥
অজ্ঞান তিমিরে বসি, (যত) করিতেছ পাপরাশি,
জ্ঞানোদয়ে তার তরে, হৃদি হবে কম্পবান—
জ্ঞান সহ অজ্ঞানির কার্য্যে দিও না অন্তর,
তা হলে অন্তরে থাকি, অন্তর হবে দাহন॥
বসিয়ে নিভৃত স্থানে, পুরী মধ্যে কিম্বা বনে,
যা কিছু কর গোপনে, হইতেছে অগোপন—

সুকার্য্য কুকার্য্য যত, সব হতেছে অঙ্কিত,
ভাগ্য দেব লিপি মধ্যে, হইতেছে অখণ্ডন ॥
তার সাক্ষ বৃত্রাসুর, মহা শৈব যোগীবর,
লভিল অজয় বর আর ভৈরব ত্রিশূল—
কিন্তু কার্য্য দোষে তার, হইল দুঃখ অপার,
অকালে হইল তার, অদৃষ্ট লিপি খণ্ডন ॥

সপ্তম অঙ্ক।

স্বর্গ—ঐন্দ্রিলার বিলাস গৃহ।

ঐন্দ্রিলা, উর্ব্বশী ও রম্ভা আসীনা।

ঐন্দ্রি। উর্ব্বশি! মহারাজকে আমি কি কুক্ষণেই শচীকে আন্‌বার কথা বলেছি।

উর্ব্ব। রাজমহিষি! তার জন্য কেন আপনি ভাবনা কচ্ছেন?

ঐন্দ্রি। না ভাই, আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছেনা। যখন মহাকাল আর কালকেতুর আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে, তখন বোধ হয় তাদের কোন বিপদ হ'য়ে থাক্‌বে। আর তাদের বিপদ হলেই ত সর্ব্বনাশ। বিপদের কারণ ত বড় সহজ নয়, শচীকে স্বর্গে আনা, আবার আমার দাসী কর্‌বার জন্য।

রম্ভা। মহাকাল আর কালকেতুর মত বীর এ অসুর বংশে আর নাই, তাদের যে সহজে কোন বিপদ হয় এমন ত বোধ হয় না।

ঐন্দ্রি। রম্ভা! যা বলচ সকলই সত্য, কিন্তু আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠচে। অধিক কি বলব, বলতে আমার বুক কেটে

থাকে, (সজল নয়নে) বোধ হচ্চে যেন সমস্ত অসুর বংশ ধ্বংশ হবার জন্ত আমি মহারাজকে শচীকে আন্‌বার কথা বলেছি। (ক্রন্দন)

ঊর্ব্ব। (ঐন্দ্রিলার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে) ওমা একি! ছি ছি ছি! রাজমহিষি! আপনি পাগল হলেন না কি? বৃথা কেন এত অমঙ্গল চিন্তা কচ্চেন? আমাদের মহারাজের বল বিক্রম কি আপনি একেবারে বিস্মরণ হয়েছেন? স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল যাঁর ভয়ে কম্পবান, দেবতারা যাঁর ভয়ে পৃথিবী দূরে থাক পাতাল পুরে রয়েছে, তাঁর কি কখন বিপদ হবার সম্ভাবনা? ও কথা বলা দূরে থাক, মনেও কর্‌বেন না।

ঐন্দ্রি। (ঊর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

(ওলো) গেল বুঝি আমার জীবন।
দশ দিক শূন্যময় কেন করি নিরীক্ষণ॥
দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দন, কুস্বপন দরশন,
ঊর্ব্বশীলো এ সকল, মঙ্গল নয় কখন।
ইন্দ্রাণীরে আনিবারে, (বল) কেন লো বলিনু তাঁরে,
সবংশে নাথ বুঝি, হইবেন নিধন॥

ঊর্ব্ব। রাজমহিষি! মহারাজের বল বিক্রম জেনেও যখন আপনি এমন কথা বলচেন, আর আপনি বুদ্ধিমতী হয়ে যখন কুস্বপ্ন কি

দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দনকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে কচ্চেন, তখন আর আমরা আপনাকে অধিক কি বলব। তবে এই বলতে পারি, যে ইতর স্ত্রীলোকেই ও সকলকে অমঙ্গলের চিহ্ন ভেবে থাকে। আপনি রাজমহিষী হয়ে, বিশেষতঃ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, এই ত্রিভুবনের ঈশ্বরী হয়ে যে কল্পিত দুঃখের জন্য সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন কচ্চেন, এ অতি আশ্চর্য্য!

ঐন্দ্রি। উর্ব্বশি। আমি সমস্তই জানি। যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, যখন অসংখ্য অসুর ধ্বংশ হয়, তখন ত আমার মন এত চঞ্চল হয় নাই? আবার তাও বলি, যুদ্ধের সময় অনবরতই, আমার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়েছিল, সে যুদ্ধের ফলত ভাল হ'ল, আর তার পর থেকে দেখ আমরা কি সুখেই রয়েছি। কিন্তু যখন মহাকাল আর কালকেতুর যাবার পর থেকেই আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হচ্চে, তখন ত আমি একে অমঙ্গলের চিহ্ন বলতে পারি?

রম্ভা। হাঁ তা পারেন বটে, কিন্তু এতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কি?

ঐন্দ্রি। নাই বা কেমন করে বলব? যখন শুনেছি জয়ন্ত তার মার কাছ ছাড়া এক দণ্ডও অন্য কোথায় যায় না, আবার সে এক জন মস্ত বীর, তখন যুদ্ধ ত হতে পারে?

রম্ভা। হাঁ হতে পারে বটে, কিন্তু জয়ন্ত সেখানে একা।

ঐন্দ্রি। যদি ইন্দ্র সেখানে থাকে, তা হলেই ত সর্ব্বনাশ?

উর্ব্ব। থাকলেই বা, যখন শত শত ইন্দ্র, শত শত জয়ন্ত আপনার মহাকাল আর কালকেতুর কাছে কীট বিশেষ, তখন তারা ত তুচ্ছ।

ঐন্দ্রি। উর্ব্বশি! তুমি ইন্দ্রের বল বিক্রম জান না বলে এমন কথা বলচ, জানলে আর এমন কথা বলতে না। দেবরাজ ইন্দ্রের মত বীর এ ত্রিভুবনে আর নাই।—অসুরদের কথা ছেড়ে দাও, এদের ত মৃত্যু আছে, যাঁরা অমর তাঁরাও ইন্দ্রের প্রতাপে কম্পবান, তা না হ'লে সকল দেবতা থাকতে ইন্দ্রই বা দেবরাজ হলেন কেন?

উর্ব্ব। রাজমহিষি! মনের ভিতর যত ভয়কে আর সন্দেহকে আশ্রয় দেবেন তত তাদের বৃদ্ধি হবে, তাই বলি আর আমাদের ও সব কথায় কায নাই, চলুন এখন আমরা নন্দন কাননে গিয়ে আহ্লাদ আমোদ করিগে।

বৃত্রাসুরের প্রবেশ।

বৃত্র। পারিজাত, জাতি, কমল প্রভৃতি যে স্থানে প্রস্ফুটিত হয় আমি ত সেই স্থানকেই নন্দন কানন বলি। আমি ত এই গৃহকেই নন্দন কানন বলি; সামান্য পারিজাত প্রভৃতির শোভা কি তোমাদের অপেক্ষা সুন্দর? উর্ব্বশি! একি? প্রিয়ার আমার এ ভাব কেন? গণ্ডদেশ স্ফীত, মুখ রক্তিমা বর্ণ, চক্ষু দুটি ফুলেছে, বোধ হয় ক্রন্দন কচ্ছিলেন, এর কারণ কি?

উর্ব্ব। মহারাজের জন্য। যাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আমাদের রাজ-মহিষী চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখেন, যাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আমাদের রাজ-মহিষীর পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়, এখানে এসে অবধি তাঁকে না দেখতে পেয়ে এঁর এই দশা।

রম্ভা। তা নয় মহারাজ। ফুটতে না ফুটতেই যে পারিজাত কুসুমের মধু ভ্রমর এসেই পান করেন, সেই পারিজাত এখন ফুটে মধুভরে ঢল ঢল কচ্চে, কিন্তু ভ্রমরের দেখা নাই, মহারাজ! এই এর কারণ।

ঐন্দ্রি। প্রাণনাথ! মহাকাল আর কালকেতুর এত বিলম্ব দেখে আমার মনে বড় সন্দেহ হচ্চে। বোধ হয় তাদের কোন বিপদ হয়ে থাকবে।

বৃত্র। প্রিয়ে! তার জন্য কিছুমাত্র ভাবনা নাই। মহাকাল আর কালকেতুর মত বীর আমার এ অসুর বংশে আর নাই।

ঐন্দ্রি। যদি জয়ন্ত সেখানে থাকে।

বৃত্র। মূষিকের সাধ্য কি যে সিংহের সহিত যুদ্ধ করে?

ঐন্দ্রি। মনে কর যদি ইন্দ্র সেখানে থাকে?

বৃত্র। তাতেই বা ক্ষতি কি? অমন সহস্র সহস্র ইন্দ্র জয়ন্ত একত্র হলেও একা মহাকাল তাদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে। প্রিয়ে! তার জন্য ভাবনা কি? চিন্তা দূর কর, প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ কর। উর্ব্বশি! তুমি এর পার্শ্বের ঘরে গিয়ে একটি গীত গাওগে।

ঐন্দ্রি। কেন, এই খানেই কেন হোক্ না?

বৃত্র। না প্রিয়ে, গীত কি বাদ্য একটু অন্তর থেকে শুনলে অতি সুমিষ্ট হয়।

(উর্ব্বশীর প্রস্থান।)

(নেপথ্যে গীত।)

খাম্বাজ—একতালা।

বল লো ললনা, কেন লো তোলোনা, নির্ম্মল কমল মুখ।
কি দুঃখ বল না, সহিছ অঙ্গনা, কাঁপিছে কেন লো বুক॥
পবন সমান বহিছে শ্বাস, মত্ত কপি বেশি লাগিছে ত্রাস,
যুগল নয়নে অরুণ ভাস, ভাস ভাস কিবা দুঃখ॥
আমার হৃদয় সরসী মাঝে. পশিল আতঙ্ক মাতঙ্গ রাজে,
দলিল প্রেমাশা সরোজে আজু, শোষিল সলিল সুখ॥

বৃত্র। প্রিয়ে! উর্ব্বশি বোধ হয় অন্তঃর্ধাধি, তা না হলে, আমার মনের ভাবটি কোথায় পেলে? যেমন রূপ তেমনি গুণ (স্বগত) তা না হলে আমার মন হরণ করে।

ঐন্দ্রি। তাই ত? উর্ব্বশীর উপর যে ক্রমে ক্রমে তোমার ধর বৃদ্ধি হচ্চে? ভয় করে যে। রম্ভা একটি গাওগে।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

(নেপথ্যে গীত।)

সিন্ধু—ভৈরবী—কাওয়ালি।

কপট প্রণয় তোমার জানিলাম এখন।
মৃগ তৃষ্ণিকার আশে বৃথা করেছি ভ্রমণ॥
করেছি যতন যত, কহিব কাহারে কত,
দুঃখ রবি সমাগত, সুখ শশী অবসান॥
ভাবান্তর দেখি মোরে, কত যে ছলনা করে,
হৃদয়ে ধর আদরে, গোপনে রাখি কৃপাণ॥

রুদ্র। প্রিয়ে! এও ত আমার মনের কথা!

ঐন্দ্রি। তবে আমরা ভেসে যাই!

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনৈক দূতের প্রবেশ।

বৃত্র।

কি সংবাদ দূত? কহ শীঘ্র করি,—কহ
ধ্বংশিছে কিরূপে দেবে রুদ্রপীড় মম?
কি হেতু আইলে হেথা সমর ত্যজিয়া?
কোথা মম ত্রিভুবন জয়ী রুদ্রপীড়?
কোথা মম দেবদ্বেষী অসুর সকল?

দুরন্ত সমরে অস্ত হয়েছে কি ইন্দ্র ?
এখন (ও) জীবিত কি হে আছে দেবগণ ?

(দূত মৌনভাবে অবস্থিতি।)

কি পামর!

না করিলি কর্ণপাত আমার বাক্যেতে ?
এখন (ও) নীরব তুই ? কহ শীঘ্র মোরে
যুদ্ধের সংবাদ,—নচেৎ এখন (ই) তোরে
পাঠাইব যমালয়ে এই শূলাঘাতে।

দূত। (করুণস্বরে)

হা দানব-কুল-পতি! শূলাঘাত তুচ্ছ,—
পাষাণে গঠিত মম হৃদি,—তা না হ'লে
এখন রয়েছে প্রাণ এ দেহ মাঝারে ?
দেখি——(নীরবে ক্রন্দন।)

বৃত্র।

কেন রে সহসা দূত হইলি নীরব ?
কিহেতু করিছ আজি মরণ বাসনা ?

কেন দূত ? কি কারণে করিছ ক্রন্দন ?
কেন মৌন ভাব ? কহ যুদ্ধের বারতা।

দূত।

হে রাজন্ ! কি কহিব যুদ্ধের বারতা,
ভুঞ্জিছে যে কত ক্লেশ অমরারিগণ
কহিব বা কত এক মুখে। হে রাজন্ !
প্রচেতা, জয়ন্ত, বহ্নি, রবি, সুধাকর,
গ্রহগণ, আর যত সুর যোদ্ধৃগণ,
ছিন্ন ভিন্ন সবে—একা রুদ্রপীড় রণে।
কভু ঊর্দ্ধে, কভু নিম্নে, কভু মধ্যভাগে,
ভ্রমিতেছে দেবগণ হাহা রব করি।
কি বীরত্ব ! কি সাহস ! কিবা অস্ত্র শিক্ষা।
যেন মত্ত করী শিশু—সানন্দে সদর্পে
দলিতেছে পদ ভরে কমল নিকর।
সামান্য মৃণালে পারে কি রোধিতে সেই
পদ,—ত্রিভুবন কম্পান্বিত যার ভরে ?
কভু কাল সম অসি—তড়িতের মত
খেলিছে চৌদিকে ;—বারিদ নির্ঘোষ সম

ছাড়িছে হুঙ্কার মুহুর্মুহু ;—প্রতিক্ষণে
বর্ষাধারা সম শর করিছে বর্ষণ।
একা রুদ্রপীড় শরে নিপীড়িত যত
দেবগণ—নিপতিত মূর্চ্ছাগত হয়ে।

ইন্দ্র।

ধন্য রুদ্রপীড়! ধন্য তব শৌর্য্য, বীর্য্য,—
ধন্য তব বাহুবল,—চিরজীবী হও সুত।
যাও দূত, যাও দ্রুত গতি রণক্ষেত্রে,—
রণক্ষেত্র? ক্রীড়াস্থল—যথা বৃত্রসুত—
রুদ্রপীড় খেলিতেছে মনের কৌতুকে
লয়ে কাষ্ঠ পুত্তলিকা সম দেবগণে।
নিরখিবে সাবধানে তারে প্রতিক্ষণে,—
কেহ যেন নাহি স্পর্শে সে পবিত্র কায়।
কহিবে আশীষ মম, বিনাশিয়ে দেবে—
আসিবে এখানে আশু সঙ্গে লয়ে তারে।
প্রিয়ে! রাখ পূর্ণ ঘট প্রতি দ্বারে দ্বারে,
পুরুক এ স্বর্গধাম নৃত্য গীতে আজি।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা আদি সব সখী

সঙ্গে ল'য়ে বধূমাতা ইন্দুবালা মম
মঙ্গল ধ্বনিতে পূর্ণ করুক প্রাসাদ।
দেব দেব আশুতোষ বরে বীর বর
রুদ্রপীড় মম হবে রণ-জয়ী আজি—
এতক্ষণে বুঝি গেল রসাতলে ফিরি
দেবগণ রুদ্রপীড় রণে। যাও দূত—
বিলম্ব করো না আর, আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ
পুলকিত—উল্লাসিত মন—

(দূতের ক্রন্দন)

একি দূত?

একি ভাব? শতধারা কেন বহে তব
নয়ন ভরিয়া? নহে আনন্দাশ্রু উহা।

ঐন্দ্রি। কেন দূত! কি হয়েছে শীঘ্র বল, আমার রুদ্রপীড় ভাল আছে ত?

দূত। (নীরবে ক্রন্দন)

বৃদ্ধ।

শীঘ্র বল দূত! কেন করিছ ক্রন্দন?

দূত। (সক্রন্দনে)

কি বলিব মহারাজ! কহিতে বিদরে
{ হৃদি—(বক্ষে করাঘাত) যারে প্রাণ যথা }
{ ইচ্ছা তোর! চক্ষু! }
দৃষ্টি হীন হও, শ্রবণ! বধির হও,
নাশিকা! স্বকার্য্য ত্যজ, ওরে রে রসনা!
বাক্‌শক্তি হীন হও, বহির্গত হও
প্রাণ, কি আশাসে আর রহিতে বাসনা
এ দেহে? রাজন্! কেন হেন কার্য্যভার
দিয়াছেন মোরে? কি দোষ আমার দেব?

ঐন্দ্রি। মহারাজ কি শুনি—মহারাজ কি হলো?

বৃত্র। দূত! আর সহ্য হয় না, বল, বল, শীঘ্র বল।

দূত। (সক্রন্দনে) মহারাজ! প্রাণ যায়, বুক ফেটে যায়। হা কুমার রুদ্রপীড়! তোমার মনে কি এই ছিল?

বৃত্র। কেন কেন? রুদ্রপীড় কি অধির্ম করেছে?

দূত। মহারাজ! রুদ্রপীড় সমরক্ষেত্রে বীরের কার্য্য করেছে।

ঐন্দ্রি। মহারাজ! কি হলো! রুদ্রপীড় রে! (মূর্চ্ছা)

বৃত্র। (উপবেশন) একি হলো! উর্ব্বশী! দেখ দেখ।

ক্রন্দন করিতে করিতে ঊর্ব্বশী ও রতি
ঐন্দ্রিলাকে বীজন।

ঐন্দ্রি। (উপবেশন করিয়া বৃত্রের গলদেশ ধারণ ও ক্রন্দন করিতে করিতে) মহারাজ! কি হল? আমাদের এমন সর্ব্বনাশ কে করে? কে আমাদের প্রাণের প্রাণকে নষ্ট করে? কে আমাদের হরিষে বিষাদ ঘটালে? কে আমাদের আশাতরু নির্ম্মূল করে? মহারাজ! একেবারে নির্ম্মূল হল? একেবারে ছারখার হল? (ঊর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া) ঊর্ব্বশি! মঙ্গল গান করবিনে? প্রতি দরজায় পূর্ণ ঘট রাখ্‌বিনে? রতি! পতিব্রতা ইন্দুবালাকে সাজাবিনে? আমার রুদ্রপীড় যে এতক্ষণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে এল বলে। আমার রুদ্রপীড়ের আস্‌বার আগে কি আমাদের এই মঙ্গল গান হচ্চে? মহারাজ! এই কি তোমার শিব আরাধনার ফল? মহারাজ বুক যে (বক্ষে করাঘাত) ফেটে যায়? রুদ্রপীড় রে! বাছ রে! তোকে যে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলেম, তার কি এই প্রতিফল দিলি? (ক্রন্দন)

বৃত্র।

কি শুনালি দূত? মম রুদ্রপীড় হত?
হৃদয়! বিদীর্ণ হও, কাহার লাগিয়ে
আর আনন্দে মাতিয়া করিবিরে রণ
দেবগণ সহ? প্রাণ বহির্গত হও,

কাহার আশ্বাসে আর রহিতে বাসনা
এ অসার দেহ মাঝে ? হে ভৈরব শূল।
লভিয়াছি তোমারে কি রক্ষিতে আমারে ?
এই কি হে শিব আজ্ঞা ? না রক্ষিবে মম
রুদ্রপীড়ে আর যত দেববন্দীগণে ?
থাকিতে সহায় তুমি—বীরবর মম
রুদ্রপীড় ত্যজিয়াছে প্রাণ ? বিশ্বনাথ !
পালিব তোমার আজ্ঞা, চিরদাস আমি—
দেখিব কি বল ধরে এ ভৈরব শূল।

(গাত্রোত্থান)

কোন্ দুরাচার, দূত সাধিল এ বাদ ?
কোন্ দেব কুলাঙ্গার বিরক্ত জীবনে ?
প্রদীপ্ত বৃত্রের ক্রোধে দিল ঝাঁপ আসি
জানে না কি সে অধম বৃত্রাসুর বলী
ত্রিভুবন জয়ী আর শিব শূলধারী ?

প্রিয়ে !

এই শূল হস্তে আজি প্রতিজ্ঞা আমার—

বিদারিব হৃদি তার খণ্ড খণ্ড করি
যে হানিল শোক শূল আমাদের হৃদে।
এই শূলাঘাতে আমি নিক্ষেপিব তারে
কালের করাল গ্রাসে—অন্ধতম পুরে।
লঙ্ঘন যদ্যপি হয় এ প্রতিজ্ঞা মম,
এই শূল হানি বক্ষে যাইব তথায়
যথা মম রুদ্রপীড় করিছে বিহার।
যাও দূত, বল সব সুর বৈরীগণে
সাজিতে সমর সাজে করিবারে রণ,
দেখিব কে সহে আজ বৃত্রের প্রতাপ॥

ঐন্দ্রি। (সক্রন্দনে) মহারাজ! শান্ত হও। আর না, আর যুদ্ধে কাজ নাই। কার জন্য রণ? কার জন্য জয়? কার জন্য আনন্দ? কার জন্য সুখ? কার জন্য জীবন ধারণ? যার জন্য এ সকল, সে ধন কোথায়? মহারাজ মিনতি করি, পায়ে ধরি, রণে যেওনা, শেষে কি আমার অনাথিনী হবে পাগলিনী হ'ব?

ভৈরবী—মধ্যমান।

এই কি ছিল আমার কপালে।
ওহে বিধি দিয়ে নিধি হরিলে অকালে॥

শুন ওহে প্রাণেশ্বর, শোকে তনু জর জর,
হ'য়ে ত্রিভুবনেশ্বর (আমায়) অকূলে ভাসালে।
কেন জয় অন্বেষণ, কেন জীবন ধারণ,
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ, জ্বলন্ত অনলে ॥

বৃত্র।

প্রিয়ে! জীবন ধারণ? সুখ অন্বেষণ?
চাইনা—চাইনা আর কিন্তু জয় চাই।
যে পামর বধিয়াছে মম রুদ্রপীড়ে,
গহন কানন মাঝে যদি সে পালায়,
দাবাগ্নি সমান ক্রোধে দহিব তাহায়।
অতল জলধি গর্ভে যদি সে লুকায়,—
বাড়বাগ্নি সম ক্রোধে সংহারিব তায়।
নগরে, প্রান্তরে, কিম্বা পর্ব্বত গহ্বরে,
গভীর সাগরে কিম্বা কানন মাঝারে,
পুরী মধ্যে—স্বর্গে মর্ত্ত্যে, কিম্বা রসাতলে,
থাকুক্ যথায় আমি সংহারিব তায়।
পাঠাইব—পাঠাইব তারে অকাতরে
কালের করাল গ্রাসে আজিকার রণে।

(নেপথ্যে মহা কোলাহল)

ঐন্দ্রি। (চমকিত হইয়া) এ কি ? কিসের গোলযোগ ?

বৃত্র। তাইত, ক্রমে যে বৃদ্ধি।

দ্রুতপদে মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, দেবতারা স্বর্গে এসেছেন, শীঘ্র সশস্ত্র হ'ন।

বৃত্র। কি দুরাত্মারা আবার এসেছে ? মন্ত্রি! মহিষীকে রক্ষা কর।

(বেগে এক দিক দিয়া প্রস্থান।)

(সকলের অপর দিক দিয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সমর ক্ষেত্র।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, কত অসুরগণের প্রবেশ, দেবগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাত. অসুরদের বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবগণের প্রস্থান।)

বজ্র হস্তে ইন্দ্র ও শূল হস্তে বৃত্রাসুরের
প্রবেশ।

বৃত্র। রে দুরাচার! রে নির্লজ্জ! রে দেব কুলাঙ্গার! তুই কোন্ সাহসে আমার এই স্বর্গে প্রবেশ করি? পামর! আমি যে দেব দেব মহাদেবের নিকট হতে অজেয় বর আর এই কাল সম ভৈরব শূল প্রাপ্ত হয়েছি—তুই কি তা একেবারে বিস্মরণ হয়েছিস্? এখনও বলচি তুই নিরস্ত্র হ'য়ে মৌনভাবে আমার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাক্, নচেৎ তোর আর কোন প্রকারেই নিস্তার নাই।

ইন্দ্র। রে নৃশংস! রে বৃথা সাহস প্রিয়! তোর পরম ভাগ্য যে তুই এখনও জীবিত আছিস, এখনই তোর সে ভাগ্য অস্তগত হবে। রে দুরাচার! যদি কিছুকাল জীবন ধারণ করবার বাঞ্ছা থাকে, তা হলে আমাদের শরণাগত হ, নচেৎ এই বজ্র দ্বারা তোর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে তোকে শমনের নিকট আতিথ্য স্বীকার করাব।

বৃত্র। রে নির্ব্বোধ! রে ঐন্দ্রিলা দাসী ভর্ত্তা! তোর এত অহংকার? এত সাহস? তুই কোন্ সাহসে আমার বিনা অনুমতিতে স্বর্গে প্রবেশ করি? সামান্য মূষিক হয়ে তুই কোন্ সাহসে সিংহের মস্তকোপরি আরোহণ কত্তে উদ্যত হয়েছিস? পাতালপুরের অসীম কষ্ট অসহ্য বোধ হওয়ায় কি আমার ক্রোধাগ্নিতে তোর অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে আহুতি দিতে এসেছিস? এখনও বলচি আত্মরক্ষার উপায় কর, এখনও বলচি তুই নিরস্ত্র হ'য়ে আমার শরণাগত হ।

ইন্দ্র। রে দুরাচার! রে দুর্ব্বৃত্ত দানবাধম! তুই আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় প্রলাপ দেখছিস্, নতুবা এ দুর্ম্মতি তোর কেন হবে? তুই কি জাস্তে পাচ্ছিস্নে যে তীক্ষ্ণ শূল নিয়ে তুই আপনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিস্? তুই কি জান্তে পাচ্ছিস্নে যে তুই নিজ মস্তকে অগ্নি রেখে বিশ্বস্ত চিত্তে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিস? তুই কি জান্তে পাচ্ছিস্নে যে ঘোরতর আশীবিষের নিদ্রা ভঙ্গ কচ্ছিস্, তুই কি এখনও জান্তে পাচ্ছিস্নে যে কেশর সমুত্থিত সিংহের দংষ্ট্রা ধারণ করে তোর জীবন বহির্গত হবে? তুই কি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্নে যে কাল তোর সম্মুখে দণ্ডায়মান, আর এই বজ্র তোকে কালের করাল কবলে কবলিত করবে? তুই কি এখনও জান্তে পাচ্ছিস্নে যে আসন্ন কালে তোর বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়েছে? তুই নিশ্চয় স্থির কর্ যে, এই মুহূর্ত্ত তোর সমস্ত সাধের শেষ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্ত তোর জীবন যাত্রার শেষ মুহূর্ত্ত, এই সময় তোর আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ কর, এই সময় তোর প্রিয়া ঐন্দ্রিলার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান কর, তুই এমন মনে করিস্নে যে আর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবি, এখন আর বাক্ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে অস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের পরস্পর যুদ্ধ। কিঞ্চিৎ পরে, ইন্দ্রের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া যেমন বৃত্রাসুর শূল নিক্ষেপ করিবে, অন্তরীক্ষ হতে শিব খেতবাহু সেই শূল হরণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।)

বৃত্র। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া) এ কি! এ কি অগ্নি? এ কি ক্রোধাগ্নি? এ কি শিবের ক্রোধাগ্নি? (করযোড়ে) হে শম্ভু! তুমিও বাম? অনাহারে

অনিদ্রায়, এত যপ, এত স্তব, এত পূজা, এত হোম, এত আহুতি, সমস্তই নিষ্ফল? সমস্তই পণ্ড? ঘৃতাহুতি—ভস্মাহুতি? হে ভোলা-নাথ! তুমি কি ভ্রম ক্রমে আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে অজয় বর দিয়েছিলে? হে জ্ঞানাতীত! তুমি কি প্রকৃত অজ্ঞানাবস্থায় আমাকে অভয় দান দিয়েছিলে? হে শূলপাণি! তুমি কি খলিত চিত্তে আমাকে ঐ বিশাল ভৈরব শূল প্রদান করেছিলে? হে শিব! তুমি কি আমার অদৃষ্ট দোষে অশিব হলে?

(আকাশে—"বৃত্রের অদৃষ্ট লিপি
অকালে খণ্ডিত")

(চমকিত হইয়া) একি! এ কি ভয়ানক! একি ভয়ানক শ্রুতি! একি ভয়ানক শ্রুতি বিদারক বাক্য! একি দৈববাণি? এই কি শিব-আজ্ঞা? "বৃত্রের অদৃষ্ট লিপি অকালে খণ্ডিত?" উঃ—হে শিব! হে কাল ভৈরব! হে কৈলাসশেখরবাসী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রশেখর! হে বিশাল বপু ধূর্জটি! সত্য সত্যই কি আমার কাল পূর্ণ হয়েছে? সত্য সত্যই কি আমি আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় প্রলাপ দেখছি? সত্য সত্যই কি প্রকার দিবাবসান হয়েছে—যবে বৃত্রের অদৃষ্ট লিপি খণ্ডিত? না—না—কখনই না—কখনই না—প্রভাব দিবার মধ্যাহ্ন কাল। প্রতারণা—শিব—অশিব। শম্ভু—প্রতারক—হত্যাক। খণ্ডিত? অকালে খণ্ডিত? "বৃত্রের অদৃষ্ট লিপি অকালে খণ্ডিত?" সংহার করব, সমস্ত জগৎ সংহার করব,—ত্রিজগৎ সংহার করব, সমস্ত পর্ব্বত সমূলে উৎপাটন

করব,—এই বিশাল নখাগ্র দ্বারা সমস্ত দুরাচার দেবগণের বক্ষ বিদারণ করব,—সমস্ত তারা ও নক্ষত্রগণকে দন্ত দ্বারা চূর্ণ করব। যাক্—শূন্য যাক্—অন্তরীক্ষে যাক্—যথা ইচ্ছা যাক্—চাই না—শিব আরাধনায় ফল চাই না। এই মুষ্টি প্রহারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন সমভূম করব।

(বেগে প্রস্থান।)

(আকাশে—হে দেবরাজ! শীঘ্র বজ্রোলি নিক্ষেপ কর, স্বর্গ যায়, সমস্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি যায়, আর বিলম্ব কর না, বৃত্রকে সংহার করে ত্রিজগৎ রক্ষা কর।)

পর্ব্বত লইয়া বৃত্রের প্রবেশ।

বৃত্র। রে দেব কুলাঙ্গার! আত্মরক্ষার উপায় কর।

(পরস্পর যুদ্ধ, ইন্দ্র, বৃত্রের হস্তস্থিত পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া তাহার বক্ষে বজ্র প্রহার করিলেন। বৃত্রের মূর্চ্ছা ও ভূমিতে পতন।)

ইন্দ্র। আ দুরাত্মন্! আ দৈত্যকুলাঙ্গার! দে—আহুতি দে—আমার ক্রোধাগ্নিতে তোর প্রাণকে আহুতি দে।

বৃত্র। (ভগ্ন স্বরে) উঃ মলেম রে—প্রাণ বায়ু বহির্গত হয় রে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) এত অহঙ্কার, এত দর্প, চূর্ণ। এত দিনে

জানলেম, দম্ভী লোকের এই পরিণাম। এত দিনে জানলেম সমস্তই মিথ্যা—কেবল কার্য্য বিশেষের ফলাফলই সত্য। উঃ আমি কি ঘোর পাপী, কি ঘোর নারকী। রে দৈত্য কুলাঙ্গার! রে দেবদ্বেষি! রে পামর বৃত্রাসুর! উঃ আপনার নাম উচ্চারণ কর্ত্তেও রসনা অসম্মত, শরীর কম্পিত।—রে হতভাগা! রে পিশাচী ঐন্দ্রিলা ভর্ত্তা! অহংকারে মত্ত হ'য়ে সুকার্য্যকে ঘৃণিত কুকার্য্য জ্ঞানে যত দূর পেরেছিস তাচ্ছল্য করে এখন তার উপযুক্ত ফল ভোগ কচ্চিস। হে ত্রিভুবনস্থ প্রাণিবৃন্দ! তোমাদের চরণে আমি অতি বিনীত ভাবে এই নিবেদন কচ্চি, কেউ যেন আমার মত ঘৃণিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ও না। কেউ যেন আমার মত অসম্ভবনীয় আশার আশায় আশান্বিত হ'ও না। আর কেউ যেন কুহকিনী পিশাচী স্ত্রী জাতির কুহক জালে জড়িত হ'য়ে ঐহিক পারত্রিক সুখে জলাঞ্জলি দিও না।—আমিই তার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। তা না হ'লে আমি বৃত্রাসুর, ত্রিভুবনের অজেয়, শিব দত্ত ত্রৈভব শূলধারি, আমারই অকাল মৃত্যু? হে বিশ্বনাথ! হে ইষ্টদেব! প্রার্থনা—তব পদে ক্ষমা প্রার্থনা। হে কৃপাসিন্ধু! কৃপা করে আমার সমস্ত পাপ মোচন করুন। উত্থানশক্তি রহিত, হস্তোত্তলনে অক্ষম, সমস্ত শরীর নিস্পন্দ। হে কৈলাসনাথ! অন্তিম কালে একবার মাত্র দর্শন দিন, আর এ জন্মে দর্শন পাব না, জন্মের মত দর্শন করি, জন্মের মত মনে মনে পূজা করি। না (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন) আর প্রাণ থাকতেও দেখতে পাব না—অন্ধ হলেম, সমস্ত ধূমাকার, সমস্ত অন্ধকারময়। হা রুদ্রপীড়! হা প্রাণাধিক! যখন তুমি আমাকে ত্যাগ করে গিয়েছ, তখন

আমার প্রাণ গিয়েছে, তোমার অবর্ত্তমানে এত কাল আমার শরীর কেবল মাত্র জড় পদার্থের ন্যায় ছিল, আজ সে পদার্থ অদৃশ্য হ'ল, আজ সে পদার্থ ধ্বংশ হ'ল, আজ ত্রিভুবন পাপ শূন্য হলেন। হা প্রিয়ে! হা ঐন্দ্রিলে! সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলে, তোমার সব সাধ ফুরিয়ে গেল, এত দিনে বিধবা হলে। উঃ প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না—হা প্রিয়ে! হা রুদ্রপীড়! হে শম্ভু! হে শঙ্কর! হে উমা-পতি! হা নাথ!——(মৃত্যু)।

অষ্টম অঙ্ক।

সরস্বতী নদী তীর, ইব্রাহিমের

প্রজ্বলিত চিতা।

অনেক যোগীর প্রবেশ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

"সে দিন কেমন, ভাব রে মন,
যে দিন জীবন যাবে রে।
জ্ঞান শূন্য দৃষ্টি ছাড়া, ছোঁবে না কেউ বলবে মড়া,
পরিবারে দেবে ছড়া, যখন ল'য়ে যাবে রে।
যে মুখে পঞ্চামৃত, খেয়ে হও জ্ঞান হত,
সেই মুখে দারাসুত, আগুন জ্বেলে দেবে রে॥"

(যোগীর প্রস্থান।)

ঐন্দ্রিলা, ঊর্ব্বশী ও ত্রিজটার প্রবেশ।

ত্রিজ। রাজমহিষি! শান্ত হ'ন। সকলই বিধাতার নির্ব্বন্ধ, সকলই তাঁর ইচ্ছা।

ঐন্দ্রি। উঃ ঐ যে—ঐ যে—অনন্ত চিতা—ত্রিজটা! ঊর্ব্বশি! আমাকে আর বাধা দিও না। যেখানে আমার প্রাণপতি গেছেন আমিও সেই খানে যাব।

ঊর্ব্ব। রাজমহিষি! ও কথা কি বলতে আছে? (হস্ত ধারণ)

ঐন্দ্রি। ছেড়ে দাও,—অপবিত্র হ'ও না, আমাকে ছুঁয়ে তোমরা অপবিত্র হ'ও না। (সক্রন্দনে) আর আমাকে রাজমহিষী বল না। আমি স্বামী দুঃখ দায়িনী পাপিনী; আমি স্বামী হত্যা কারিণী পাত-কিনী;—আমি পিশাচী—রাক্ষসী!—সখি! আর আমাকে কি বলে প্রবোধ দেবে?—আমি যাঁর সুখে সুখী, যাঁর দুঃখে দুঃখী, যাঁর আদরে আদরিণী, যাঁর সোহাগে সোহাগিনী, যাঁর গরবে গরবিনী,—সখি! আমি কি তাঁকে হারিয়ে সর্ব্বত্যাগিনী হ'ব না? আমি কি সেই জীবিত নাথকে হারিয়ে আপনার জীবন পরিত্যাগ করব না? যিনি আমার ক্ষণমাত্র অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান কত্তেন আর দশদিক শূন্যময় দেখ্‌তেন, আমি আমার আমরণ কাল পর্য্যন্ত তাঁকে না দেখে কি এক মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ কত্তে পারি? সখি এও কি হয়! এও কি (বক্ষে করাঘাত) প্রাণে সহ্য হয়?—হা ঐন্দ্রিলা বল্লভ! হা দৈত্যকুলমণি! হা দেববন্দি! হা বীর চূড়ামণি! হা জীবিত নাথ! হা নাথ! হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

বিদূ। ওমা! একি হ'ল! আবার যে রাজমহিষী মূর্চ্ছা গেলেন। (বস্ত্র দ্বারা বীজন) ঊর্ব্বশি! এই নদী থেকে একটু জল নিয়ে এস ত!

(ঊর্ব্বশীর প্রস্থান, জল আনয়ন ও

মুখে সিঞ্চন)।

ঐন্দ্রি। (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ঊর্ব্বশীরে! বিদূষকরে! আমি তোদের কাছে কি অপরাধ করেছিলেম যে তোরা আমার এমন সুখের সময় বাদ সাধলি,—আমার এমন সুখের পথে কাঁটা দিলি;—আমার এমন সুখের নিদ্রা ভঙ্গ কল্লি।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কোথা গেল রে দুঃখিনী ঐন্দ্রিলা ভূষণ।

চিতানলে শীতল করি চিতানল,

ওরে প্রাণ আমার, কতক্ষণ আর, করি হাহাকার,

এ দেহ আমার, করিবি দাহন॥

কি কাজ আর, এ জীবনে বিহনে তোমার,

উদ্দেশে এখন, করি নিবেদন, অনলে জীবন,

দিব বিসর্জ্জন, অপরাধ কর না গ্রহণ॥

শুন সখিরে! হৃদয় আমার শতধা বিদরে,
ধরি তব পায়, হলাহল আমায় দাও এ সময়,
ঢালি দিই গলায়, কি সুখে ধরিব জীবন॥

(উপবেশন করিয়া) সখি! সতী কি পতি হারা হ'য়ে এক মুহূর্ত্তও প্রাণ্ ধারণ কত্তে পারে? পতিই সতীর একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা; পতিই সতীর গতি, পতিই সতীর সমস্ত সুখ সম্পদ। সখি! আমি সতী, সতীর কার্য্য কর্‌ব, আমার প্রাণপতির পার্শ্বে বসে অনন্ত সুখ সম্ভোগ কর্‌ব। কখনই হ'ব না। উঃ (বক্ষে করাঘাত) বুক ফেটে যায় রে,—(উর্ব্বশীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া) উর্ব্বশীরে! কখনই হ'ব না—বিধবা—সখীরে! আমি সতী—কখনই বিধবা হ'ব না।

উর্ব্ব। মা! অমন কথা কি বলতে আছে? শান্ত হ'ন।

ঐন্দ্রি। (সক্রন্দনে) উর্ব্বশীরে! ওরে এত দিনের পর আমায় মা বলে কে ডাক্‌লে রে? ওরে অনেক দিন যে মা শব্দ শুনি নাই রে?

যোগীর প্রবেশ।

যোগী। অতিথি—আশ্রয় প্রার্থনা।

ঐন্দ্রি। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সক্রোধে) কে তুই রে—পাপিষ্ঠ—দুরাচার? তোর কি এই উচিত কর্ম্ম? তোর মার সম্মুখে

কি এই, বেশে আস্তে হয়? আর এবেশে আস্তে কি তোর মনে একটু ভয় হ'ল না? এত দিন তুই কোথায় ছিলি?—তোর ইন্দুবালা কোথায়?

যোগী। জননি! আপনি কি বলচেন? আপনি কি আমাকে চিন্তে পাচ্চেন না?

ঐন্দ্রি। (সক্রোধে) আমি আবার তোকে চিন্তে পাচ্চিনে? তুই আমার সেই কাল,—তুই আমার সেই ভয়ানক শত্রু,—তুই আমার সেই রুদ্রপীড়। (ক্রন্দন) বাবা আমার! (যোগীকে আলিঙ্গন) তোমার মাকে কি এত দিনের পর মনে পড়েছে? বাবা! তবে যে শুনে ছিলেম তুমি সমর ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেছ, তা কি সত্য? কখনই নয়, কখনই নয়, সে মিথ্যা, আমার স্নেহ পরীক্ষা করবার জন্য তুমি এত দিন লুকিয়ে ছিলে। তোমার দুঃখিনী মাকে কি এই রকমে পরীক্ষা কত্তে হয়?

যোগী। (সক্রন্দনে) দেবি! আমি আপনার প্রিয় পুত্র নই। আমি আপনার———

ঐন্দ্রি। (সক্রোধে) চুপ কর—চুপ কর,—এখনও বলচি তুই চুপ কর। (যোগীর হস্ত হইতে ত্রিশূল কাড়িয়া লইয়া) এই ত্রিশূল মেরে তোকে একেবারে মেরে ফেলবো।

বিজ। (ঐন্দ্রিলার হস্ত ধরিয়া) ওমা—কি সর্ব্বনাশ! রাজমহিষী উন্মাদিনী হলেন না কি? রাজমহিষি! আপনি কাকে কি বলচেন?

যোগী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হা বিধাতঃ এত আমাকে

স্বচক্ষে দেখ্‌তে হ'ল? মাগো! তোমার যে অবস্থা—আমারও সেই অবস্থা;—দৈব বিড়ম্বনায় আমি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি, কিন্তু অন্তর্দ্ধান হই এই—আর বিলম্ব নাই।

ঐন্দ্রি। (করযোড়ে) অন্তর্দ্ধান হবেন না। হে পিতঃ! হে বিশ্বেশ্বর! হে কৈলাসনাথ! হে অনাথ বন্ধু! অপরাধ মার্জ্জনা করুন, অন্তর্দ্ধান হবেন না। এ পাপীর একটি মাত্র অনুরোধ রক্ষা করুন (সক্রন্দনে) আর বলব না—প্রাণ যায়, বুক ফেটে যায়,—আপনাকে মিনতি করে বলচি একটি বার মাত্র আমার প্রাণপতিকে আর আমার জীবন সর্ব্বস্বধন—দুঃখিনীর সন্তান রুদ্রপীড়কে দেখান, একটিবার দেখান,—আর বলব না——

যোগী। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

উর্ব্ব। ওমা এ আবার কি? এ যে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ।

(উর্ব্বশী ও ত্রিজটার যোগীকে বীজন)

ত্রিজ। (নাসিকার নিকট হস্ত দিয়া) একি! নিশ্বাস রোধ হয়ে আস্‌চে যে!

ঐন্দ্রি। মহাযোগীর মায়া।

উর্ব্ব। দেবি! এঁর বস্ত্র মোচন কল্লে ভাল হয় না?

ঐন্দ্রি। তোমাদের যা ইচ্ছা।

উর্ব্ব। (যোগীর বস্ত্র মোচন করিয়া সচকিতে) ওমা একি? রাজমহিষি! রাজমহিষি! ইনি ছদ্মবেশী যোগী,—ইনি পুরুষ নন—

স্ত্রীলোক।—ইনি আমাদের সেই প্রাণের সঙ্গিনী, সেই স্বর্ণলতা, আমাদের সেই ইন্দুবালা।

ঐন্দ্রি। কি !—ইন্দুবালা !—কৈ দেখি (যোগীকে দেখিয়া) তাই ত, বেশ হয়েছে—সঙ্গিনী হয়েছে,—বাঁচাও—বাঁচাও,—যেয় না—যেয় না,—তা হ'লে আমাকে একা যেতে হ'বে।

ইন্দু। (সক্রন্দনে) হা নাথ ! হা জীবিতেশ্বর ! আর কেন যাতনা দাও ? সঙ্গিনী কর। ঊর্ব্বশি ! আর সহ্য হয় না, আর দেখ্‌তে পারি না। সখি ! বেবির কলোম্মুখী আশা তরু নির্ম্মূল হ'ল। হা কমলা দেবি ! আর তুমি কোন্ মোহিনী মূর্ত্তিতে আমার হৃদয় অধিকার করবে ? আর তুমি কার মায়াজালে আমাকে জড়িত করে রাখ্‌বে ? আবার তুমি আমার কার আশার আশে আশান্বিত হয়ে থাক্‌তে বলবে ? হে দেবি ! তোমার অনেক পূজা করেছি,—অনেক স্তব করেছি,—নানা প্রকার মোহিনী মূর্ত্তিতে তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছি,—অনাহারে আমাকে অনবরত অনেক কষ্ট দিয়েছি,—কিন্তু আর না, আর তোমার থাকবার স্থান নাই, আর তোমার পূজা করবার উপকরণ নাই,—ত্যাগ কল্লেম, জন্মের মত তোমার বিসর্জ্জন দিলেম।

(আকাশে—'ইন্দুবালা ! সাবধান,—দুঃখান্তে সুখ। পতি-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর না।')

ঐন্দ্রি। (সচকিতে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে) ঊর্ব্বশি ! দেখ দেখ,—সূক্ষ্ম দেখ

যুদ্ধ দেখ,—ঐ দেখ জয়ন্ত সৈন্য নিয়ে পালাচ্ছে,—রুদ্রপীড় জয়ী হ'ল। (করতালি ও বিকট হাস্য) ঐ আবার কি হ'ল!—ওকি! রুদ্রপীড়কে কে মারলে? আবার ইন্দ্র কোথা থেকে এল? হাতে ওটা কি? মারে মারে, সখি! ঐ দেখ আমার প্রাণনাথকে মারে। প্রাণনাথ কোথায় গেলেন? ঐ যে যাচ্ছেন,—নাথ দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি যাব, তোমার রক্ষা করব। (হঠাৎ চিতা জ্বলিয়া উঠিল) কার সাধ্য তোমাকে বধ করে,—এই আমি চল্লেম।

(প্রজ্বলিত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন)

সকলে। (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা একি হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

নবম অঙ্ক।

ইন্দ্র সভা।

সিংহাসনে ইন্দ্র ও শচী উপবিষ্ট।

আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি।

(নেপথ্যে দেবতাদিগের গীত।)

ছায়নট—তিওট।

মরি কি শুভ দিন আইল।
সবে সুখ সাগরে ভাসিল॥
হে মুরহর স্বয়ম্ভূ হর,
কে বর্ণিবে মহিমা অপার,
আনিলে ত্রিদিবে দুষ্কর অমর,
এবে সুরগণ অরি গেল রসাতল॥

(দেবতাগণ প্রবেশ করিতে করিতে)

হে দেবরাজ স্বরগ রাজ,
সুখ শান্তি সহ কর বিরাজ,
উজলি ত্রিদিব দেব সমাজ,
যারা তব বাহু বলে আনন্দে উথিল ॥

কতিপয় অপ্সরাগণের নেপথ্যে গীত

ও

কতিপয় অপ্সরাগণের প্রবেশ ও নৃত্য।

(নেপথ্যে অপ্সরাগণের গীত)

কাফি সিন্ধু—খৎ।

হের নন্দন বনে।
সখীরে হাসিছে স্বভাব আনন্দ মনে ॥
মরি সব সুখ আশা মিটিল,
আজু আনন্দ উথিল,
শচীপতি সহ শচী শোভিল,
ঐ দেখ রত্নাসনে ॥

দেখ ইন্দুবালা, সরলা অবলা,
আসিছে যেন চপলা,
আনন্দে ধরিয়ে পতিরে বালা,
মন্দ মন্দ গমনে ॥

রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালার ওপ্রবেশ ইন্দ্রের
চরণে প্রণিপাত ।

ইন্দ্র। রুদ্রপীড় ! তুমি দৈত্যকুলের ভূষণ স্বরূপ। তব পিতৃ আজ্ঞায় তুমি দেবকুলের বিরোধী হয়েছিলে, কূটযোধী অসুরগণের ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হও নাই, বরং আত্মনিরপেক্ষ হয়ে সমরে সবিশেষ পরাক্রম প্রকাশই করেছিলে সেই জন্য আজ এই অসুর দুর্লভ দেবত্ব লাভ করেছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি অন্যান্য দেবগণের ন্যায় তুমিও এই অখণ্ড স্বর্গরাজ্যে পত্নীর সহিত যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দ মনে বিহার কর।

উভয়ে পুনর্নমস্কার ।

সমাপ্ত ।

PRINTED BY H. N. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS
55 AMHERST STREET, CALCUTTA.